বিদায় বন্ধু দেখা হবে জান্নাতে

জিয়াউল হক

বিদায় বন্ধু দেখা হবে তোমাতে

জিয়াউল হক

দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

বিদায় বন্ধু দেখা হবে জান্নাতে

জিয়াউল হক

প্রথম প্রকাশ:
সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং

প্রকাশনায়:
দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স
চকফরিদ, কলোনী, বগুড়া।
মোবাইল: ০১৭১১-৪৮৩৪৯৯, ০১৭৪৮-৯৪০৪১৬।
E-mail: the.pathfinder.publications@gmail.com

প্রকাশক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সুলতানা আখতার

গ্রন্থস্বত্ব:
লেখক কর্তৃক সম্বলিত

প্রচ্ছদ:
সাজিদুল ইসলাম সাজিদ

বর্ণ বিন্যাস:
ইসরা, বগুড়া।

পরিবেশক:
পরিলেখ
ঐশিক, আব্দুল হক সড়ক
রাণীনগর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য:
একশত দশ টাকা মাত্র।

BIDAI BONDHU DEKHA HOBE ZANNATE
Written by: Ziaul Haque
Published by: The Pathfinder Publications.
Phone: 01711-483499, 01748-940416
Price:110.00 Tk. Only
ISBN 978-984-92994-1-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মরহুম আব্দুল্লাহ স্পিরিটো (প্রাক্তন খৃষ্টান পাদ্রী ডোনাল্ড স্পিরিটো), একবার তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ শেষে চলে আসার সময় আমার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেছিলেন; উই উইল মিট এগেন ইন জান্নাত ইনশাআল্লাহ (জান্নাতে আমাদের আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ)। সেদিন বুঝিনি, সেই দেখাটাই তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা হবে। তিনি এখন মহান রবের মেহমান।

আল্লাহর কাছে দুয়া করি, তিনি যেন আমার পাপগুলোকে ক্ষমা করে আমাকেও জান্নাতে ঠাঁই দিয়ে মরহুম আব্দুল্লাহর সাথে দেখা করার সুযোগটা করে দেন। তাঁকে অন্তত বলতে পারবো; তোমার বলা ক'টা কথা আমি বিশ্ববাসীর জন্য রেখে এসেছি আমার একটা লেখায়। সেই লেখা সম্বলিত এ বইটাও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত রইলো।

জিয়াউল হক
ইংল্যান্ড

www.pathagar.com

আমার দু'টি কথা

আলহামদুলিল্লাহ। শেষ পর্যন্ত 'বিদায় বন্ধু দেখা হবে জান্নাতে' বইটা প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এ বই এর কোনো কোনো ঘটনা অন্যান্য সূত্রে ইতোমধ্যেই পাঠকদের সামনে চলে এসেছে। তার পরেও সেই একই লেখাগুলোকে একটা বিশেষ প্রকাশভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে, একটা বিশেষ বার্তা দেবার জন্য। শ্রদ্ধেয় পাঠক সে বার্তাটাকে ধরতে পারলেই এ লেখার স্বার্থকতা। আর আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন যদি এ প্রচেষ্টাটুকু কবুল না করেন, তা হলে সবই পন্ডশ্রম মাত্র।

আমার শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকার কাছে সবিনয় নিবেদন, আপনার বা আপনাদের প্রাত্যহিক দুয়ায় এই বই এ বর্ণিত প্রতিটি নর-নারীর পারলৌকিক মুক্তি ও ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে নিবেদন করুন। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনে সকল সুখ, সম্পদ আর সামাজিক অবস্থানকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন কেবলমাত্র এবং একমাত্র ইসলামের জন্য।

এদের অনেকের সাথেই আমার জানা শোনা ও বন্ধুত্ব ছিল, এখনও আছে। এদেরকে আমি কাছ থেকে দেখেছি, পুলকিত হয়েছি, বিমোহিত হয়েছি এবং একইসাথে আলোড়িতও হয়েছি। আমার দেখা এইসব সৌভাগ্যবান মানুষদের জীবনের গল্পগুলোকে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি মাত্র। আর এ কাজটা সম্ভবপর হয়েছে মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই কেবল।

আল্লাহর সে ইচ্ছাটুকু বাস্তবায়ন করতে 'দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স'-এর এমডি সুলতানা আপা দিন রাত পরিশ্রম করেছেন। কত দ্রুত বইটা বাজারে আনা যায়, সেটা নিয়ে তিনি ব্যস্ত থেকেছেন। সেই বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ডে ফোন করে তাড়া দিয়েছেন আমাকে, আমি যেন লেখাগুলো তাড়াতাড়ি পাঠাই। তাঁর জন্য, 'দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্সের' সাথে জড়িত সকলের জন্য দুয়া করার বিনিত নিবেদন রইলো। আল্লাহ পাক যেন এ প্রচেষ্টাটুকু কবুল করেন।

জিয়াউল হক
নিউক্যাসল, ইংল্যান্ড
আগষ্ট, ২০১৭।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিদায় বন্ধু দেখা হবে জান্নাতে বইটি মূলতঃ অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী নিয়ে লিখা। সৌভাগক্রমে লেখক জনাব জিয়াউল হকের দেখা ঘটনাগুলোই এতে তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামের অমিয় বাণী কিভাবে অমুসলিমদের ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সত্যিকারের মুসলিম হতে সাহায্য করেছে। সে বিষয় গুলো খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে বইটিতে।

তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ স্পিরিটো একজন বিশেষ ব্যক্তি । তিনিই লেখককে বলে ছিলেন, "We will meet again in jannat` আমরা আবার মিলিত হবো জান্নাতে" কতটা তেজোদ্দীপ্ত ঈমানের অধিকারী হলে একজন মানুষ মৃত্যুর পূর্বেই একথা বলতে পারেন! আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাত নসীব করুন।

আসুন আমরাও আমাদের মূল্যবান ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনকে জেনে বুঝে চর্চা করে নিজেদেরকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হিসেবে সমাজে উপস্থাপন করি । আব্দুল্লাহ স্পিরিটোর মত আমরাও যেন দাবী করে বলতে পারি "We will meet again in jannat" আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

সুলতানা আখতার
প্রকাশক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স, বগুড়া।
বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ২০১৭।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হজের মওসুম সমাগত প্রায়। খুব শিগগিরই আরবের আশপাশ এলাকা থেকে দলে দলে লোক কাবা জেয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় জড়ো হবে ঠিক তেমনি যেভাবে তারা প্রতি বছরই এখানে আসে। চিন্তায় আবু জাহেলের ঘুম হারাম হওয়ার জোগাড়। সারা আরব থেকে লোকজন আসবে, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ তো এ সুযোগে তাদের কাছে তার নতুন মতবাদ তুলে ধরবে। কয়জনকেই বা ঠেকানো যাবে? কয়জনেকই বা বলা যাবে যে, তোমরা মুহাম্মদের এসব আবোল তাবোল কথাবার্তা শুনবে না, ওসবে কান দেবে না! আর তা ছাড়া এরকমটা বললেই বা লোকে তা শুনবে কেন?
এরকম শত শত চিন্তা এসে আবু জাহেলসহ মক্কার সর্দারদের মাথায় ভর করে। তারা ভাবে–না, একটা বিহিত করতেই হবে। সময়ও আর বেশি নেই। একে অপরের সাথে আলাপও করে। কিন্তু একটা সন্তোষজনক পথ তারা বের করতে পারছে না। তারা মুহাম্মদ (সা:) কে মিথ্যাবাদী বলে, কেউবা বলে পাগল। আবার কেউবা বলে, আরে ও তো একটা গণক বৈ আর কিছু নয়। আবার কেউ কেউবা জাদুকরও বলে।

বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কথা, মুহাম্মদ (সা:) সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিধা। কিন্তু তাতে তাদের নিজের মনও সায় দেয় না। তারা ভাবে, নাহ! ওসবে কাজ হবে না। কাজের কাজ একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু সেই কাজের কাজটা কী? কী করবে তারা? ভীষণ সমস্যা তো!

অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে সবাই মিলে সম্মিলিত পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্য সিদ্ধান্ত নিতে একত্রিত হলো। নেতৃস্থানীয়দের কয়জনকেও ডাকলো। বনু মখজুম গোত্রের গোত্রপতি, বয়োবৃদ্ধ ও সবচেয়ে বিদগ্ধ বলে পরিচিত ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার সভাপতিত্বে আলোচনা শুরু হলো।
মক্কার নেতারা এক একজন নিজের মত করে সমস্যার ব্যাপকতা তুলে ধরে বিন মুগিরাকে এর সমাধান দিতে বললো। ওয়ালিদ ইবনে মুগিরাও সমস্যার গভীরতা বুঝলো। নিজে কোনো সমাধান দেয়ার আগে সে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে বললো, না, তোমরাই বলো দেখি, কে কী বলতে চাও, শুনি আগে।
এর পরে তারা এক এক করে বলতে শুরু করলো। কেউবা বললো, আমরা বলবো মুহাম্মদ একজন পাগল। তার কথা শুনে ওয়ালিদ বিন মুগিরা বলে উঠলো, তা কী করে হয়? আমরা তো পাগল দেখেছি। পাগলের মধ্যে যে অসংলগ্নতা, অস্থিরতা থাকে, মুহাম্মদের মধ্যে কি তা দেখা যায়? লোকে তাকে পাগল হিসেবে বিশ্বাস করবে না।

www.pathagar.com

একজন বলে উঠলো,
আমরা বলবো মুহাম্মদ একজন গণক। বক্তার কথার সাথে সে একমত না হয়ে বলে উঠলো;
না, তাকে গণকের মতো দেখায় না। আমরা গণক অনেক দেখেছি, গণকের কোনো লক্ষণ মুহাম্মদের মধ্যে দেখা যায় না।

এক কোনা থেকে অন্য একজন বলে উঠলো,
আমরা তাকে একজন কবি হিসেবে তুলে ধরবো আগত লোকদের কাছে।
ইবনে মুগিরা বলে উঠলো,
আল্লাহর কসম, আমরা কবি চিনি। সকল প্রকার কবিতাই তো আমরা জানি। কবিতার ছন্দ, ভাব-ভাষা, উপমা–কোনটা আমরা জানি না? সবই জানি। তার কথাকে কেউ কবিতা এবং তাকে কেউ কবি হিসেবে মনে নেবে না।

পেছন থেকে একজন বলে উঠলো,
আমরা বলবো, মুহাম্মদ একজন জাদুকর। ইবনে মুগিরা তার কথার সাথেও দ্বিমত পোষণ করে বললো,
সেটাও কেউ বিশ্বাস করবে না। মুহাম্মদের কথার ভেতরে কি একজন জাদুকরের মন্ত্র থাকে? তার কথায় কি কোনো ভেলকিবাজি দেখতে পাও? লোকে তাকে দেখে ও তার কথা শোনার পরে কি তাকে একজন জাদুকর হিসেবে বিশ্বাস করবে?
এবারে সকলেই যেন হাল ছেড়ে দিলো। তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ ইবনে মুগিরার উদ্দেশে বলে উঠলো,
ইয়া আবু শামস্, তা হলে আপনিই আমাদের বলে দিন, আমরা এসব লোকের কাছে মুহাম্মদের ব্যাপারে কী বলতে পারি?
ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলো,
আসলে এটা খুবই কঠিন একটা বিষয়। আল্লাহর কসম, তার কথা সুমিষ্ট, এর মধ্যে এক ধরনের গভীর আকর্ষণ আছে, আছে প্রাঞ্জলতা ও অর্থের ব্যাপকতা। যা-ই বলো না কেন তার ব্যাপারে, তাতে কেবল তোমাদের অসারতাই ফুটে উঠবে। তোমরা খুব বেশি হলে এতটুকু বলতে পারো যে, মুহাম্মদের কথায় এক ধরনের জাদু আছে। যেই তার কথা শুনবে তার ওপরেই তার কথার প্রভাব পড়তে থাকে। এ প্রভাবের ফলে পিতার সাথে পুত্রের, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের, স্বামীর সাথে স্ত্রীর, গোত্রের সাথে সে গোত্রের মানুষের সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায়!

এ পরামর্শ মতে কুরাইশ বংশের নেতারা অ্যাকশন কমিটি করে তাদের কর্মীবাহিনীর লোকজনকে মক্কার বিভিন্ন পথের মোড়ে মোড়ে বসিয়ে দিলো।

www.pathagar.com

এরা দূর-দূরান্ত থেকে আসা লোকজনকে সাবধান করে দিতে থাকলো মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ নামক তাদের এক যুবকের মারাত্মক জাদুকরী কথাবার্তা সম্বন্ধে! সাবধান করে দিতে থাকলো খবরদার, যেন তারা তার কথা না শোনে!

এভাবেই এক নেগেটিভ প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যেতে থাকলো। কিন্তু হায়! এই নেগেটিভ প্রোপাগান্ডাই উল্টো বুমেরাং হয়ে প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পক্ষের প্রচারণা হয়ে দাঁড়ালো।

বনু আবদে শানুহ গোত্রের দ্বিমাজ ইবনে আব্বাস (সাহাবি দিমাজ রা:) এ সময় মক্কায় এসেছিলেন। তিনি পেশায় কবিরাজি করতেন। জিন, ভূত ধরা লোকদের ঝাড়ফুঁক করতেন। তার কানেও গেল এমন অদ্ভুত প্রচারণা। তিনি ভাবলেন, 'তিনি দেখা করবেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে, মুহাম্মদের ওপরে যদি কোনো কিছুর আছর হয়ে থাকে, তা হলে হয়তো তার ঝাড়ফুঁকে তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।'

এরকমটা ভেবেই দিমাজ (রা:) খুঁজে খুঁজে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে বের করলেন এবং তাকে নিজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বললেনও। বললেন,

'হে মুহাম্মদ, আমি জিন ভূতের আছর হয় যাদের ওপরে তাদের চিকিৎসা করে থাকি। আপনার সমস্যা আমাকে বলুন, দেখি আপনার জন্য আমি কিছু করতে পারি কি না। আমার ঝাড়ফুঁকে আল্লাহ যাকে চান, তাকে আরোগ্য দেন। আপনি কি একবার চেষ্টা করে দেখবেন? আল্লাহ চাইলে আপনাকে সুস্থ করে দিতেও পারেন।

রাসূলুল্লাহ (সা:) শান্তভাবে তার কথা শুনলেন এবং আল্লাহর হামদ পেশ করে কুরআনের কিছু অংশ শোনালেন।

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মুখ থেকে কথাগুলো শুনে দিমাজ (রা:) বাকরুদ্ধ হয়ে প্রিয় রাসূল (সা:) এর দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ! জীবনে অনেক তন্ত্র-মন্ত্র, অনেক কাব্য-কবিতা, অনেক কাসিদা তিনি শুনেছেন, কিন্তু একি! এমন গভীর হৃদয়স্পর্শী বাণী, এটা তো শোনেননি কখনো! এ বাণী কোনো মানুষের রচনা হতেই পারে না!

তিনি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে প্রিয় রাসূল (সা:) এর উদ্দেশে বলে উঠলেন, মুহাম্মদ! আপনি কি আমাকে আর একবার শোনাবেন সেই কথাগুলো, যেগুলো এইমাত্র আপনি আওড়ালেন!

রাসূলুল্লাহ (সা:) কুরআনের কয়েকটা আয়াত আবারও তেলাওয়াত করলেন আল্লাহর হামদ শেষে।

তাঁর তেলাওয়াত শেষ হতে না হতেই দিমাজ (রা:) নিজের হাত দু'টি

www.pathagar.com

বাড়িয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দিকে, বলে উঠলেন,

হে মুহাম্মদ! আমি বহু গণক জাদুকরের মন্ত্র শুনেছি, দেখেছিও। পাগলের প্রলাপ শুনেছি অনেক, বহু কবির কবিতাও শুনেছি, কিন্তু এ তো কোনো প্রলাপ নয়, নয় কোনো কবির কবিতাও! এগুলো কোনো জাদুকরের মন্ত্র তো হতেই পারে না। আপনার হাত দু'টি বাড়িয়ে দিন তো, আর এই আমাকে আপনার দাওয়াতে শামিল করে নিন।

এভাবেই একজন জিনে ধরা পাগল বা কথার জাদুকরকে দেখতে এসে হজরত দিমাজ (রাঃ) ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় পেলেন!

এর সূচনা কিন্তু হয়েছিল প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের দ্বারা সূচিত ও পরিচালিত অপপ্রচারের ধারা থেকে। প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় তাঁর দাওয়াতি মিশন শুরু করার সাথে সাথে একদিন যারা তাঁকে আল-আমিন, আস-সাদিক উপাধি দিয়েছিলো, সেই তারাই তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগে। তাঁকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিকসহ বিভিন্ন পন্থায় অপদস্থ করার প্রয়াস চালায়। তাঁর চরিত্র হননের সবরকম চেষ্টাও করে।

তারা তাকে 'পাগল' বলে প্রচার চালায়। (আল কুরআন- ১৫:৬) তারা তাকে 'কবি' বলে অভিহিত করে। (আল কুরআন-২১:৫) আবার তাতে কাজ না হলে তাঁকে 'জাদুকর' হিসেবে আখ্যায়িত করে। (৩৮:৪-৫) এত কিছুর পরও প্রিয় রাসূল (সাঃ) অটল অবিচল থেকেছেন তাঁর লক্ষ্য পানে। তিনি বিতর্কে নামেননি কাফেরদের সাথে, বিবাদে জড়াননি। আল্লাহপাকই তার প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদসমূহের জবাব দিয়েছেন সেই আল কুরআনের মাধ্যমেই। (আল কুরআন-৫২:২৯)

প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে পাগল, মিথ্যাবাদী, ক্ষমতালোভী, জাদুকরসহ হেন কোনো অপবাদ ছিলো না, যা কাফেররা তাঁর পবিত্র সত্তার ওপরে আরোপ করেনি। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি। ক্ষেপে যাননি। ততদিনে হজরত ওমর (রাঃ) এর মত 'মাথা গরম' লোকও ইসলাম কবুল করেছেন। সেই তিনিও ক্ষেপে গিয়ে, অস্ত্র বাগিয়ে অপবাদ আরোপকারীকে মারতে যাননি। তারা কেউই তেমনটা করেননি।

তবে তারা এর উপযুক্ত জবাব ঠিকই দিয়েছেন। আর সেটা ছিল এই যে, তারা তাদের জীবনের সমস্ত কিছু নিয়ে, সমস্ত শক্তিটুকু দিয়ে প্রাণপণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী, তার দাওয়াতকে মাঠে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এভাবেই তারা প্রিয় নবী (সাঃ) এর ওপরে আরোপিত সকল প্রোপাগান্ডা, তার সকল অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছেন। নেতিবাচক প্রচারণাকে কিভাবে

www.pathagar.com

ইতিবাচক প্রচারণায় রূপান্তর করতে হয়, তা তারা দেখিয়েছেন।
নেতিবাচক প্রচারণাকেও জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর ধৈর্যের মাধ্যমে ইসলামের জন্য এক বিরাট ইতিবাচক প্রচারণায় রূপান্তরিত করা যায়। আজ সারা বিশ্বব্যাপী একটি বিশেষ গোষ্ঠী বার বার প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর চরিত্রের ওপরে কলঙ্ক লেপন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাদের এ হঠকারিতার মাধ্যমে তারা আর কিছুই নয়, মুসলমানদের উসকে দিতে চায়। আর মুসলমানদের একটা অংশ যদি সত্যি সত্যি তাদের সে ফাঁদে পা দিয়েই বসে, তবে তা ইসলাম বা মুসলমানদের জন্য অকল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না।
এ বাস্তবতা মুসলিম সম্প্রদায়কে বুঝতে হবে। বিশেষ করে, মুসলিম সমাজের ঐ আলেমসমাজ, যারা রাসূল প্রেমের নামে আশেকানে রাসূলদের উসকে দিয়ে হঠকারিতার দিকে ঠেলে দেয় মুসলিম তরুণ যুবকদের।
প্রজ্ঞা আর ধৈর্য দিয়ে ইতিহাসের নিরিখে বিচার করে দেখতে হবে। যেসব মুসলমান সত্যিকারার্থেই চান, তারা প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর প্রতি আরোপিত অপবাদের প্রতিবাদ করবেন, তাদের উচিত হবে, প্রিয় রাসূল (সা:) এর শিক্ষা ও আদর্শকে নিজের মনমগজে ধারণ করা, আর মাথা ঠান্ডা রেখে দিন-রাত জীবনের সমস্ত কিছু দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রিয় রাসূলের দাওয়াতকে উপস্থাপন করে যাওয়া।
উপস্থাপিত দাওয়াত হতে হবে আল কুরআনের, কুরআনকে কেন্দ্র করে, কুরআনকে ভিত্তি করে। আল কুরআনই হলো দাওয়াতের সবচেয়ে উত্তম ও মোক্ষম উৎস ও মাধ্যম। সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র ও উপাদান।
কুরআন মানুষকে চুম্বকের মতো করে টানে। যুগে যুগে টেনেছে এবং টানতে থাকবে। এটা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল, সেই রাসূলের সহচর সাহাবা (রা:) গণ এবং যুগযুগ ধরে সকল মুসলমান, কুরআনের পাঠক ও বোদ্ধা, সকলের সম্মিলিত ঘোষণা।
আমার ক্ষুদ্র জীবনেও সেটাই দেখেছি। দেখেছি, আমারই এক কালের সহকর্মী ও অমুসলিম বন্ধু এলভিন রামোস গারসিতুগার জীবনে। আমার চোখের সামনে দেখেছি আল কুরআন তাকে কিভাবে বদলে দিয়েছে মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে। খুব কাছে থেকে তাকে আল কুরআনের সামনে মোমের মতো গলে যেতে দেখেছি!
এলভিন রামোস গারসিতুগা। ছোটখাটো চ্যাপ্টা নাক। ছোট ছোট চোখ, কোঁকড়ানো চুল বত্রিশ বছরের মোটাসোটা এক তাগড়া যুবক, আমার বন্ধু ও সহকর্মী এলভিন রামোস। ১৯৯৪ সালে এক সকালে উড়ে এলেন কুয়েত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে চাকরি নিয়ে সেই সুদূর ফিলিপিনস্ থেকে। দীর্ঘ

www.pathagar.com

প্রায় মাসখানেক এর আনুষ্ঠানিকতা শেষে তার কাজে জয়েন করলেন, কুয়েতের একমাত্র মেন্টাল হাসপাতালে।

এই হাসপাতালেরই একটা ইউনিটে বেশ কয় বছর ধরে আমি কর্মরত। এলভিনও যোগ দিলেন আমার ইউনিটেই। তিনি এ দেশে নতুন, এই ইউনিটেও। তাই তাকে প্রাথমিক ওরিয়েন্টেশন দেয়ার দায়িত্বটাও পড়ল আমারই ঘাড়ে। আর তা করতে গিয়ে অল্প কয়দিনের মধ্যেই তার সাথে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক গড়ে উঠল।

দু'জনের পেশা কাজের ক্ষেত্র আর পরিধিই কেবল এক নয়, তারও ওপরে আমাদের দু'জনের স্পেসিলাইজেশনও একই বিষয়ে, মেন্টাল হেল্‌থ এ। ফলে দু'জনের মধ্যে অচিরেই বন্ধুত্বটা গড়ে উঠল। তাছাড়া কুয়েতের রিগাই অঞ্চলে ছয়তলা যে ভবনটির পাঁচতলায় আমি থাকি তারই দ্বিতীয় তলায় তিনি থাকেন। ফলে অফিস ছাড়াও তার সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় প্রায় প্রতিদিনই।

তার কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল আকৃষ্ট করার মতো। তিনি ধীর স্থির, চঞ্চল নন। কথা বলেন কম, শোনেন বেশি। বলা চলে একজন মনোযোগী শ্রোতা। একজন বই-পোকা মানুষ। সুযোগ পেলেই পড়েন, হাতের কাছে যা পাবেন, যে কোন বই পত্র-পত্রিকা বা ম্যাগাজিন হোক না কেন, তিনি তা পড়বেন।

আর এদিকে প্রবাসে হলেও আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে জমা হয়েছে কয়েক শত বাংলা ও ইংরেজি বই। সম্ভবত এটাও একটা কারণ যে, তিনি ঘন ঘন আমার ফ্ল্যাটে আসতেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পরেই একটা দুটো বই বা পত্র-পত্রিকা বা ম্যাগাজিন নিয়ে আবার চলেও যেতেন, পড়া হলে আবার তা ফেরত দিতে আসতেন, নতুন করে তার পছন্দের আরও দু-একটা বই নিয়ে চলে যেতেন, কখনই তিনি বাহুল্য সময় নষ্ট করতেন না, অযথা বসে বসে আড্ডা দিতেন না।

কোন আরব দেশে তিনি নতুন। আরবি জানেন না। অথচ হাসপাতালের মানসিক রোগীদের সাথে তাকে আরবিতেই কথাবার্তা বলতে হবে, হাতেগোনা দু-একজন রোগী ইংরেজি জানলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ রোগী ও মিসরীয় কর্মচারীদের সাথে আরবিতে কমিউনিকেশন ছাড়া আর কোন পথ নেই। আর কোন মিসরীয় যদি কালে-ভদ্রে একটু আধটু ইংরেজি জানেও, তার উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি বোঝা এতটাই দুরূহ যে, অনেক সময় বোঝাই মুশকিল হয়ে ওঠে, সে কী বলতে চাইছে।

কুয়েতে এসে বিদেশীদের জন্য দেয়া এ দেশের সরকারের এক বিশেষ ভাষা

www.pathagar.com

কোর্সে অংশ নিয়ে তিন বছর আরবি শেখার কারণে একটু আধটু যা-ই শিখেছি, তাতেই এলভিনের চোখে আমি আরবি ভাষায় একজন বিশেষজ্ঞ (!)। ফলে তিনি বিভিন্ন সময়ে আমার কাছে জানতে চান, এটা কী? ওটা কী? আরবিতে এটা কেমন করে বলে? ওটা কিভাবে বলতে হয়? ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার সময়ে সময়ে দেখেছি তিনি আমার বলা দু-একটা শব্দ পকেটে থাকা নোটবুকে টুক করে লিখেও নেন।

অফিস আওয়ারে নামাজটা আমি সাধারণত ওয়ার্ডেই পড়ে নেই, যেকোনো একটা খালি রুম দেখে নিয়ে। এ ব্যাপারে এলভিন আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেন। একজন বিধর্মী হয়েও আমার নামাজ আদায়ের প্রতি তার এ ধরনের সহযোগিতায় আমি খুবই উপকৃত হয়েছি এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞও বটে।

সুযোগ পেলেই এলভিন নামাজ নিয়ে, ইসলাম নিয়ে মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্নও করে বসেন। আমার সীমিত জ্ঞান নিয়ে যতটা পারি তাকে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করি। আর তিনি তা মন দিয়ে শোনেনও। সময়ের সাথে সাথে তাল রেখে এলভিনের প্রশ্নের ধরন ও মাত্রাও বাড়তে থাকে। নামাজ, রোজা ছাড়াও তিনি কখনও কখনও বিবাহ, তালাক এসব নিয়েও প্রশ্ন করতে শুরু করেন।

আমাদের কয়েকজন ভারতীয় সহকর্মীর মধ্যে একজন ছিলেন শিখ ধর্মাবলম্বী–রঞ্জিত সিং। তার ভালো লাগত না এসব আলোচনা, সেটা তার আচরণেই বোঝা যেত। এলভিনের সাথে ইসলাম নিয়ে বা আরবি কালচার নিয়ে আমার আলোচনা জমে উঠলেই দেখতাম রঞ্জিত সিং কায়দা করে তার মধ্যে ছেদ টানার ব্যবস্থা করত। এলভিনকে ডেকে তার হাতে কোন একটা ফাইল ধরিয়ে দিত অথবা অন্য কোন কাজে লাগিয়ে দিত। অথবা সে ভিন্ন কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করত বা কখনও কখনও তো বলেই বসত 'অফিসে বসে এইসব ধর্মীয় আলোচনা করাটা ঠিক নয়'–এ জাতীয় কথাবার্তা।

ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ভারতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও শিখদের পোষিত মানসিকতা আমার অজানা নয়, ততদিনে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে কাজ করা হয়ে গেছে ভারতীয়দের সাথে, প্রাত্যহিক আচার আচরণে মুসলমানদের সাথে তাদের ব্যবহার, বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কান মুসলমানদের সাথে তাদের ব্যবহারই বলে দেয় তাদের মানসিকতার প্রকৃত রূপটা কী।

আমি রঞ্জিতের এ ধরনের ব্যবহারকে আমল না দিলেও কিছুদিন চুপচাপ

www.pathagar.com

দেখে এলভিন কিন্তু আর নীরব থাকেননি। কোন চলমান আলোচনার মাঝখানে রঞ্জিতের স্বভাবসিদ্ধ ডাককে এলভিন বিনাদ্বিধায় উপেক্ষা করে গেছেন, কখনও কখনও শালীন কিন্তু দৃঢ়ভাবে জবাবও দিয়েছেন। একদিন তো এলভিন ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্নই করে বসেছিলেন রঞ্জিতকে,

'আমি এই প্রথম একটা আরব দেশে এসেছি, এ দেশের কালচার কিছুই জানি না, একে ওকে প্রশ্ন করে যদি একটু আধটু জেনে নিই বা তেমন চেষ্টা করি, তাতে কি তোমার কোনো অসুবিধা আছে?'

রঞ্জিত এ কথার কোনো জবাব দেয়নি বটে কিন্তু তার বুঝতে অসুবিধা হয়নি এলভিন কী বলতে চাচ্ছেন।

এরপর থেকে রঞ্জিতের খবরদারি, বাগাড়ম্বর বন্ধ হয়েছিল। এলভিনের আগ্রহ, বলিষ্ঠ মানসিকতা ও দৃঢ়তা দেখে উৎসাহিত হলাম। তাকে আমার দাওয়াতি টার্গেটই ঠিক করে নিলাম মনে মনে।

আরবদের একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য হলো, তারা যেকোনো সুযোগে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করে। যেমন ধরুন, আপনি অফিসে বসে আপনার কাজ করছেন, পাশেই একজন আরব কলিগও আছেন, তার কলমের কালি শেষ, আপনার কলমটা একটু সময়ের জন্য চেয়ে নিলো, কাজ শেষে দুই মিনিট পরেই সেটা যখন আপনাকে ফেরত দেবেন তিনি, তখন আপনার জন্য দোয়া করে বলবেন, 'জাজাকাল্লাহ খাইর' অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আপনি আমি এ ক্ষেত্রে বলে থাকি 'থ্যাংক ইউ' বা ধন্যবাদ।

অথবা ধরুন, আপনি নতুন গাড়ি কিনলেন, আপনার অ্যারাবিয়ান বন্ধু তা জানলে অমনি সে আপনার গাড়ির জন্য দোয়া করে বলে উঠবে 'বারিকাল্লাহু লাক' অর্থাৎ আল্লাহ এতে তোমাকে বরকত দিন। আমরা এ ক্ষেত্রে যেমনটা বলে থাকি কনগ্র্যাচুলেশন্‌স!

অথবা ধরুন, আপনি কারো রুমে প্রবেশ করলেন, হোক না সে আপনার কলিগ, কিংবা স্ত্রী, পুত্র, বা কন্যা কিংবা পরিবারের কেউ, ঢুকতেই একজন মুসলমান হিসেবে আপনি যেমন তাদের সালাম দেবেন, আসসালামু আলাইকুম বা 'তোমার ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক' বলে, তেমনি তারাও আপনার সালামের জবাব দেয়ার পাশাপাশি বলে উঠবে, 'আলহামদুলিল্লাহ সালামা' অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর, তোমার আগমন শুভ হোক। আমরা এ ক্ষেত্রে বলে থাকি 'গুডমর্নিং' বা 'গুড ইভনিং' ইত্যাদি।

ছেলে বুড়ো, ছোট বড় প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখা হলেই সালাম দেবে, যতবারই দেখা হোক পরস্পরের, সালাম বিনিময় করবে। আর সালামও

www.pathagar.com

তো কল্যাণ কামনা করে একটা দোয়া বৈ আর কিছুই নয়।
এগুলো আরবদের দৈনন্দিন সংস্কৃতিতে এমনভাবে মিশেছে যে, মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী, যাদেরকে সাধারণত মানসিক দিকে থেকে অক্ষম বলেই ধরে নেয়া হয়, সেই তাদেরও প্রাত্যহিক আচার আচরণে এগুলো সব সময়ই দেখা যায়।
এই বিষয়টিই এলভিন রামোসকে দারুণভাবে নাড়া দিয়ে এসবের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। আসলে কখন যে কার নজরে ইসলামের কোন বিশেষ দিকটি পড়ে যায়, সেটা বলা মুশকিল।
প্রথম প্রথম এলভিন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই রোগীকে নিয়ে আমার কাছে আসতেন, জানতে চাইতেন, দেখতো, সে কী বলছে?
রোগীকে প্রশ্ন করে দেখতাম, বিশেষ কিছুই নয়, রোগী এলভিনের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করেছে মাত্র, এটাতো তারা প্রত্যেকের বেলাতেই করে থাকে। এলভিনকে বুঝিয়ে বললে সে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখত রোগীর দিকে আর সদ্য শেখা ভাঙা আরবিতে অনভ্যস্ত বাচনভঙ্গিসহ বলতো; 'শুকরান' 'শুকরান' অর্থাৎ 'ধন্যবাদ', 'ধন্যবাদ'।
এর কিছুদিন পর থেকেই লক্ষ্য করলাম মাঝে মাঝে আমাকে করা এলভিনের প্রশ্নের মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। সে আমাকে ইসলামের 'তালাক', 'বহু বিবাহ' 'নারীর মিরাস' বা 'উত্তরাধিকার' এসব নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকল। তার প্রশ্ন ও তা উত্থাপনের ভঙ্গি কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনায় মাঝে মাঝে এমন সব মন্তব্য করত, যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যেত যে, এলভিন হয় সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে অথবা কারো কাছ থেকে এ বিষয়ে তথ্য, উপাত্ত পাচ্ছে।
অচিরেই বিষয়টি টের পেলাম মিসরীয় এক খ্রিষ্টান যুবক এবং ভারতীয় শিখ রঞ্জিত, দু'জনে মিলে এসব বিষয় নিয়ে এলভিনের সাথে মাঝে মাঝে আলোচনা করে। তারাই বিকৃতভাবে এলভিনের কাছে এসব বিষয় তুলে ধরছে।
এতে অবশ্য একদিকে আনন্দিতই হতাম মনেমনে। কারণ, জানতাম এলভিন ইসলামকে জানার জন্য, এর কালচারকে বোঝার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। আবার এর পাশাপাশি শঙ্কিতও হলাম এটা ভেবে যে, উক্ত দুই ব্যক্তি এলভিনের কাছে বিকৃতভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে থাকবে। কিন্তু তার পরও এ ব্যাপারে কাউকেই কিছু না বলে চুপচাপ থাকার পাশাপাশি সময় সময় করা এলভিনের প্রশ্নের জবাব দিতে থাকলাম এবং মনেমনে একটা সুযোগেরও অপেক্ষায় রইলাম।

www.pathagar.com

এলভিনকে যেন তার প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারি, সে জন্যও বটে। ভাগ্যিস জানা শোনা ছিল কুয়েতস্থ ইসলাম প্রেজেন্টেশন কমিটি বা আইপিসিতে কর্মরত অভিজ্ঞ ধর্মপ্রচারক, মিশনারি ব্যক্তিত্ব মরহুম আব্দুল্লাহ স্পিরিটোর সাথে।

আব্দুল্লাহ স্পিরিটোর বাড়িও ফিলিপিনস্ এ, আর তিনি নিজে ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ খ্রিষ্টান পাদ্রি। তাকে বিস্তারিত বললে তিনি আশ্বাস ও পরামর্শ দিয়ে বললেন লেগে থাকতে। তার কাছ থেকেই এলভিনের নিজের ভাষায় রচিত ইসলাম বিষয়ে বেশ কিছু বই, পুস্তিকা, ও লিফলেট নিয়ে এলভিনকে দিলাম তা পড়ে দেখার জন্য, সে খুব খুশি হয়েই তা নিলো। আমার নিজের কালেকশনে ইংরেজি ভাষায় বিশ্ববিখ্যাত বই 'টুওয়ার্ডস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলাম' এর একটা কপি ছিল, সেটাও তাকে দিলাম। পড়ে দেখতে বললাম।

১৯৯৬ সাল। বসনিয়ায় ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বরতা, মুসলিম নিধন শুরু হয়েছে। আর তা চলছে সভ্যতাগর্বিত পুরো বিশ্বের চোখের সামনেই। পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই, বসনিয়ার কোন কোন এলাকায়, কোন কোন জনপদের সকল মুসলিম পুরুষকেই হত্যা করে ফেলা হয়েছে। নারীদের ওপরে চালানো হয়েছে বীভৎসতম অত্যাচার। পুরো জনপদজুড়ে সংঘটিত হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ! ঘর-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দেশ ও সমাজের প্রতিটি অবকাঠামো ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এক সীমাহীন জাতিগত বিদ্বেষ বশবর্তী হয়ে।

এলভিন একদিন বসনিয়ার যুদ্ধ নিয়েই কথা বলছিলেন। এর আগে বেশ কয়েকবারই তিনি আমাকে ইসলামে বহুবিবাহ কেন বৈধ করা হয়েছে? সে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। আজ সুযোগ বুঝে আমিই এলভিনের উদ্দেশে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম। বললাম,

'সেখানে পুরুষদের হত্যা করা হলেও নারীদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে যদিও তাদের ওপরেও চলছে বীভৎস বর্বরতা। অভিভাবকহীন এসব নারীর ঘর-সংসার, জীবন-যৌবন, ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে এক বিরাট মানবিক সমস্যা। এর কোনো সম্মানজনক সমাধান তোমার কাছে আছে কি? এমন কোন পথ, পদ্ধতি তুমি কি বলতে পার, যার মাধ্যমে এদের মানবিক, সামাজিক, বৈষয়িক সকল প্রয়োজন মেটানো যায়? তাদের মান-সম্মান, শিক্ষা-আদর্শ, কৃষ্টি-কালচারকে অক্ষুণ্ন রেখেই।

আমাদের ইসলাম ধর্ম অবশ্য এর সমাধান দিয়েছে, মুসলিম পুরুষদের বহুবিবাহের মাধ্যমে। সেটা নিয়ে তোমরাতো অনেক কথাই বলো। কাজেই

www.pathagar.com

আপাতত তর্কের খাতিরে না হয় সেটা বাদই দিলাম। কয়দিন ভেবে দেখতো কোনো সমাধান পাও কি না। যদি পাও, আমাকে জানাবে আশা করি।'

চোখের সামনে একটা মানবিক সমস্যা, তার সচেতন মন এবং একটা জীবনঘেঁষা প্রশ্ন, সব মিলিয়ে তাকে ভাবিয়ে তুলল। তবে তিনি কোন কথা বললেন না। আমিও আর কথা বাড়ালাম না। সেদিনের মতো বিষয়টার সেখানেই সমাপ্তি ঘটল।

এরই মধ্যে রমজান মাস এসে গেল। বেশ কিছুদিন ওর সাথে আমার কোনো রকম আলোচনা হয়ে ওঠেনি, যদিও দেখা সাক্ষাৎ প্রায় প্রতিদিনই হয়েছে একটু আধটু। এক রাতে মসজিদ থেকে তারাবির নামাজ শেষে রুমে এসে বসার মাত্র মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তিনি এলেন। কিন্তু বসলেন না বা আমাকে তেমন কিছু বললেনও না, শুধু বললেন,

'তুমি কি আমার সাথে একটু নিচে আসবে?'

তার দিকে চেয়ে মনে হলো, একটা কিছু ঘটেছে, বিস্মিত হলেও মুখে কোনো প্রশ্ন না করে তার সাথে নিচে নেমে এলাম। এমনকি লিফটের মধ্যেও তিনি কিছুই বললেন না!

'তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

বলেই তিনি শুরু করলেন। কোনো কথা না বলে তার কথা মন দিয়ে শুনতে থাকলাম মাত্র। তিনি আবার বলে উঠলেন,

'তুমি কি আমাকে একটা কুরআন ও তার অনুবাদ দিতে পার?' অবাকই হলাম।

'ও এই কথা? তা এর জন্য নিচে আসার কী দরকার ছিল? তুমি আমাকে রুমেই তো বলতে পারতে, ওখান থেকেই তোমাকে একটা কপি দিয়ে দিতাম!' আমার বিস্ময়মাখা প্রশ্ন তাঁর প্রতি।

জবাবে আমতা আমতা করে তিনি যা বললেন বা বলতে চাইলেন তার মর্মার্থ এই দাঁড়ালো যে, আমার একই ফ্ল্যাটে আমারই পাশের রুমে বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী জেলার এক বাংলাদেশি খ্রিষ্টান ভদ্রলোক থাকেন, যিনি একাধারে আমার ও এলভিনের সহকর্মীও বটে। এলভিনের সাথে তারও গভীর বন্ধুত্ব ও জানা শোনা আছে। তিনি তাকে জানতে দিতে চান না যে, আমার কাছ থেকে তিনি কুরআনের একটা কপি নিয়েছেন।

আমার কৌতূহল বাড়ল। জিজ্ঞেস করেই ফেললাম সেই বন্ধুটির কথা। সেও কি তবে মিসরীয় খ্রিষ্টান ও ভারতীয় শিখ সহকর্মীর ভূমিকায় নেমেছে?

এলভিন এ কথার কোন জবাব দিলেন না। তবে কেবল এতটুকু বললেন যে,

www.pathagar.com

'তোমাকে পরে বলব। এখন এ বিষয়ে আর জানতে চেয়ো না।'

আমিও আর কোনো কথা বাড়ালাম না। মোটামুটি একটা কিছু বুঝে নিয়েছি। আর সে বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহও নেই জানার।

এলভিনকে বললাম, 'তুমি তোমার ফ্ল্যাটে যাও, আমি এক্ষুনি ইংরেজি তরজমাসহ কুরআনের একটা কপি পৌঁছে দেবো। তবে আমার একটা অনুরোধ থাকল তোমার কাছে, তুমি যখনই পড়বে গোছল সেরে পবিত্র হয়েই তা পড়বে। যেখানে সেখানে ফেলে রাখবে না। আরবি লেখার ওপরে হাত লাগাবে না। আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে মনে করলে আমাকে ডেকে তা ফেরত দেবে। আর আমি যদি না থাকি, তবে যেকোনো মুসলমানের হাতে দিও, কিংবা তাও না পারলে আশপাশে যেকোনো মসজিদে দিয়ে দেবে।

তিনি সানন্দে রাজি হয়ে আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে, তিনি কুরআনের যত্ন নেবেন। এরপরে ঐ রাতেই আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে কুরআনের ইংরেজি তরজমাওয়ালা কপি দিয়ে এসেছিলাম।

এরই মধ্যে এক সময় ঈদ এসে গেল রোজা শেষে। এক নাগাড়ে আট দিন লম্বা ছুটি সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোসহ। ঠিকমত দেখা সাক্ষাৎ নেই তার সাথে আমার। আর প্রবাসে আমিও ঈদের সামাজিকতায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি। অনেকটা যেন ছুটি উপভোগের মতো হলেও ঐ কয়টা দিন ছুটির মাঝেও আমার দিন তিনেক অফিস করতে হয়েছে।

ঈদের পরে অফিস খুলল। তার পরেও দুই দিন এলভিনের সাথে দেখা নেই। ছুটির পরে তৃতীয় দিনে বিকেলের শিফটে অফিসে বসে আছি, এমন সময় টেবিলের ওপরে টেলিফোনটা বেজে উঠল। অপরপ্রান্তে এলভিনের চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। বলল,

'তুমি কি একটু সময় দিতে পারবে? এখন যদি আমি আসি তোমার অফিসে?'

জরুরি কিছু? জানতে চাইলাম আমি।

হ্যাঁ খুবই জরুরি কিছু কথা আছে তোমার সাথে, বললেন তিনি।

'ঠিক আছে চলে এসো–

বলে ফোনটা রাখলাম। আর ভাবতে থাকলাম, কী এমন জরুরি কথা

www.pathagar.com

থাকতে পারে। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না। মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যেই এলভিন এসে ঘরে ঢুকলেন। উসকো-খুসকো চুল, কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি থুতনির নিচে স্পষ্টতই বিধ্বস্ত চেহারা। তাকে দেখে চমকেই উঠলাম অনেকটা, জানতে চাইলাম,

তুমি ঠিক আছ তো? অসুখ বিসুখ করেনি তো?

প্রশ্নটা শুনে কিছু না বলেই এলভিন হাসার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার চেহারা, পোশাক-আশাক, তার চাহনিই বলে দিচ্ছে, তিনি স্বাভাবিক নেই। চেয়ারটা টেনে দিয়ে বসতে বললাম, আর অমনি তিনি তাতে ধপাস করে বসলেন।

মুখে কোনো কথা নেই তার। একবার ছাদের দিকে তাকান, তো আর একবার আমার দিকে, পরক্ষণেই আবার চোখ তুলে তাকান জানালার বাইরে! আবার চোখ ঘুরিয়ে এনে টেবিলের ওপরে হাতের আঙুল দিয়ে টোকাতে থাকেন, অনেকটা অস্থির ভঙ্গিতে।

তাকে খুব ভালো করে খেয়াল করতে থাকলাম। কিন্তু কিছুই বললাম না। বরং তাকে সময় দেয়ার জন্য চুপচাপ বসে থাকলাম। জানি তিনি কিছু একটা বলার জন্যই এসেছেন, বলবেনও। কিছুক্ষণ না যেতেই এলভিন আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। একেবারে সরাসরি আমার চোখের দিকে। বললেন,

'আমাকে একটু সাহায্য কর জিয়া, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, মুসলমান হবো।'

আমার বুকের ভেতরটায় এক ধরনের উত্তেজনা দানা বাঁধছে যেন হঠাৎ করেই। চোখের কোণ যেন জ্বালা করে উঠল আবেগের বশে।

আমার দাওয়াতি টার্গেটের তালিকায় এলভিন ছিলেন চার নম্বর ব্যক্তি। এর আগে মাত্র দুই জনের বেলাতেই এমন ঘটনা ঘটেছিল। এদের মধ্যে এক বাংলাদেশি হিন্দু যুবকও ছিল। সেও মুসলমান হয়েছিল, তার কাছে ইসলাম তুলে ধরতে প্রায় বছর দুয়েক সময় লেগেছিল। সে আমাকে ইসলাম নিয়ে প্রশ্ন করলেও সে প্রশ্নগুলো তেমন জটিল ছিল না। কাজেই দাওয়াত তুলে ধরতে বেশি বেগ পেতে হয়নি।

www.pathagar.com

কিন্তু এলভিনের বেলায় অবস্থাটা ছিল ভিন্ন রকমের। তার বেলায় অনেক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আমার নিজেরই জানা ছিল না। তাই নিজেকেও সব সময়ই পড়াশোনার ওপরে রাখতেই হয়েছে। যদিও তাতে লাভটাও আমারই হয়েছে। এলভিন যদি সত্যিই মুসলমান হন, স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে সেটা হবে আমার জীবনে এরকম তৃতীয় ঘটনা। 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়লাম মনে মনে। ভেতরের উত্তেজনাটুকু চেপে রেখেই বললাম,

ভালো তো, আল্লাহ চাইলে হবে। তবে এতে এত তাড়াহুড়ার কী আছে? ইসলামকে আরও জান, আরও বোঝার চেষ্টা করো। কত প্রশ্ন উঠবে মনের মধ্যে, সেগুলোর উত্তর ভেবে দেখ, জানার চেষ্টা করো নিজের মতো করে।

তা ছাড়া সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটি, সেটা হলো, ইসলাম তোমার কাছে কী পরিবর্তনটুকু দাবি করে, সেটুকু তুমি মেটাতে পারবে কি না, সেটাওতো ভাবতে হবে তোমাকে। এর পরে যদি মনে করো যে, তুমি সে দাবি মেটাতে প্রস্তুত আছ এবং তা মেটাবে, তা হলে মুসলমান হতে পার এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাহায্য করব, নিশ্চিন্ত থাক।

আমার কথাগুলো এলভিন মন দিয়ে শুনলেও তিনি নাছোড়বান্দার মতো বলে উঠলেন,

'আমি আজ কয়দিন ধরেই ভাবছি জিয়া, আবেগে এ সিদ্ধান্ত নেইনি। তুমি যে কুরআনখানা দিয়েছিলে তা এই ছুটির মধ্যে রাত দিন বসে বসে পড়েছি। জানো জিয়া, কুরআন যেন আমার নিজের কথাই বলছে এর সব পাতাগুলো জুড়ে! আমার আশপাশের চেনা জানা লোকগুলোকে যেন নিখুঁতভাবে চিনিয়ে দিচ্ছে এর পাতায় পাতায়। আমার সামনে যেন হীরা, মনি-মুক্তার ছড়াছড়ি। আমি যেন এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে উড়ে বেড়াই!

এত অবাক করার মতো বই এটা, আগে বুঝিনি, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। কেউ আমাকে সে কথাটা একবারের জন্য বলেওনি!'

কিছুক্ষণ থামলেন তিনি, কোন কথাই বললেন না। আমিও নিশ্চুপ তার দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি আরও কিছু বলবেন বোধ হয়, তারই প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে আবারও মুখ খুললেন,

www.pathagar.com

'যতই পড়ছি, ততই অবাক হচ্ছি, দেশে স্ত্রীকে জানিয়েছি আমার সিদ্ধান্তের কথা। সে তো মহাক্ষ্যাপা, হুমকি-ধমকি দেয়া থেকে শুরু করে অনুনয় বিনয় পর্যন্ত সব কিছুই করে যাচ্ছে, ছোট্ট মেয়েটার কথা বলছে, অন্তত তার দিকে চেয়ে হলেও যেন আমি এমন কাজ না করি, সে অনুরোধও করছে বার বার।'

এ পর্যায়ে এসে তিনি আবার একটু থামলেন, হয়তো স্ত্রীর কিংবা তার শিশুকন্যার মুখখানা মনে করার চেষ্টা করলেন আর একবার। কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে আবারও মুখ তুলে চাইলেন আমার দিকে, যেন তার স্ত্রীকে নয় বরং আমাকেই আশ্বস্ত করতে বলে উঠলেন,

'আমি তাকে ভালোবাসি জিয়া, বিশ্বাস করো আমি সত্যিই আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি, চেষ্টা করে যাচ্ছি তাকে বোঝানোর। প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি আমার পুতুলের মত মেয়েটাকে, সে তো আমার কলিজার টুকরা, তুমি দেখে নিও, একদিন তারা বুঝবে, তারা ঠিকই আমার জীবনে ফিরে আসবে একদিন।'

তার গলাটা ধরে এলো, মুখ নিচু করলেন তিনি, চোখ থেকে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তাঁর কোলের ওপরে।

ওর এ অবস্থা দেখে খুবই খারাপ লাগল, মনটা কেমন এক দুঃখবোধে ভরে গেল যেন। সেই সে যুগে, প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগেও যেসব সাহাবি তাঁদের আপনজন ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও তো এমনি করেই ত্যাগের বিরাট নজরানা দিয়েই নতুন ধর্মে এসেছিলেন! আমার সামনে যেন ভেসে উঠল সেই সব চিত্র।

নিজেকে সে মুহূর্তে খুবই সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়েছে। মুসলমান পরিবারে জন্ম হওয়ার কারণে ইসলাম যেন পারিবারিক সূত্রেই পেয়েছি। এই মহান ধর্মের একজন ধারক, বাহক হতে গিয়ে আমাকে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি, বাবা মা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাউকেই ছেড়ে আসতে হয়নি। কোনো ত্যাগই স্বীকার করতে হয়নি, মুসলমান হওয়ার জন্য কোনো মূল্যই দিতে হয়নি।

এলভিন আমার সামনে নীরবে চুপ চাপ মুখ নিচু করে বসে আছেন। চেয়ার ছেড়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার কাঁধে হাত

www.pathagar.com

দিয়ে তাঁকে সাথে করে আস্তে আস্তে অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললাম,

'তুমি এ নিয়ে বেশি চিন্তা করবে না এবং তাড়াহুড়ো করবে না। বরং ধৈর্যের সাথে লেগে থাক। নিজে আরও ভালো করে ইসলাম বোঝ, স্ত্রীকেও বোঝাতে থাক। ইনশাআল্লাহ তিনি একসময় ঠিকই বুঝবেন এবং ঠিকই ফিরে আসবেন দেখে নিও।

এখন বাসায় যাও, বিশ্রাম নাও। আগামীকাল তোমার সাথে যোগাযোগ করব, কালকেও আমার বিকেলের শিফটে কাজ, তাই সকালে দিকে ফ্রি আছি। তখন তোমার সাথে আরও বিস্তারিত আলাপ হবে।'

তাকে তার গাড়ি পর্যন্ত বিদায় দিয়ে এলাম। তিনি চলে গেলে অফিসে ফেরত এসেই আইপিসিতে আব্দুল্লাহ স্পিরিটোকে ফোন করে সব খুলে বললাম। যেহেতু আগামীকাল আমার বিকেলের শিফটে অফিস, তাই তিনি আগামী পরশু দিন মাগরিবের পরে এলভিনকে সাথে করে নিয়ে যেতে বললেন তার অফিসে।

পরদিন সকালে এলভিনকে খোঁজ করলাম তার ফ্ল্যাটে। কিন্তু পেলাম না। তার ফ্ল্যাটে বসবাসরত আরও দুইজন ফিলিপিনো যুবকের কেউই বলতে পারল না সে কোথায়। খুঁজে না পেয়ে আমিও ফেরত চলে এলাম।

বিকেলে আমার নির্ধারিত শিফটে এসেছি। কাজকর্ম তেমন নেই, তাই বসে বসে একটা বাংলা বই পড়ছিলাম। আসরের নামাজের সময় হয়ে গেছে, তাই উঠবো উঠবো করছি, এমন সময় হঠাৎ করে এলভিন আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

একেবারে আমার সামনে। আজ তাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। মুখ ভর্তি হাসি, বেশ পরিপাটি বেশভূষা। দেখে ভালো লাগল, তাঁকে দেখেই বলে উঠলাম,

'তোমাকে সারাটা সকাল খুঁজেছি, কোথায় ছিলে তুমি? তোমার ফ্ল্যাটেও গিয়েছিলাম, সেখানেও তুমি ছিলে না।'

ততক্ষণে এলভিন আমার সামনের চেয়ারটায় না বসে একেবারে আমার

www.pathagar.com

পাশে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন। নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ালাম, সাথে সাথেই এলভিন যেন আমাকে একটা টান দিয়ে চেয়ার থেকে বের করে নিলেন, জড়িয়ে ধরলেন। মুখে বললেন,

'জিয়া আমি সেরে এসেছি।'

তাকে ছাড়িয়ে নিয়েও ধরে থাকলাম, সরাসরি তার চোখে চোখ রেখেই প্রশ্ন করলাম,

তার মানে?

তিনি আমাকে ছেড়ে একটু পিছিয়ে দাঁড়ালেন আর প্যান্টের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে তা দেখিয়ে বললেন,

'কোর্টে গিয়েছিলাম, অ্যাফিডেভিটটা সেরে এসেছি।'

কাগজটা আমার দিকে তুলে ধরে তিনি আরও একবার হাসলেন– বললেন,

'আমি আর সেই আমি নেই। আমি এখন 'মুহাম্মদ রামোস গারসিতুগা'। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির নামটিকে নিজের নাম হিসেবে জুড়ে নিয়েছি। আমি এখন 'মুহাম্মদ'।

তার মুখে হাসি, হাতটা বাড়িয়ে ধরেই আছেন কাগজটাসহ। কিন্তু আমি আর আমার হাত বাড়িয়ে তা ধরলাম না। পড়ে দেখার তো কোনো প্রয়োজন দেখি না। ওর মুখের কথা বিশ্বাস করতে কোনো বাধা নেই, কারণ আজ দুটো বছর ধরে তাঁর এ পরিবর্তনটুকু আমার চোখের সামনেই হয়েছে।

কাগজটা হাত বাড়িয়ে নিলাম না দেখে তিনি আবারও তা পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে বলে উঠলেন,

'কাল তোমাকে বোঝাতে পারিনি আমার অবস্থা, আমি সত্যিকারার্থেই কনভার্ট হতে চাচ্ছিলাম, তুমি আমাকে আরও ভাববার সময় দিলে। আজ সকালে আমার এক ফিলিপিনো মুসলিম বন্ধুকে নিয়ে কোর্টে গিয়ে অ্যাফিডেভিট সেরেছি, এর পরে তাকে সাথে করেই গিয়েছি ওজারাতুল আওকাফে, সেখানেই আমাকে শাহাদা পড়ানো হয়।'

www.pathagar.com

এরপরে এলভিন আমার দুই কাঁধে তার দু'টি হাত দিয়ে যেন ঝাঁকাতে থাকলেন অদ্ভুত এক আনন্দে। তার সমস্ত মুখ ভর্তি হাসি, তিনি আমাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে চলেছেন,

'জিয়া, আমি এখন মুসলমান। আমি একজন মুসলমান! আলহামদুলিল্লাহ। জিয়া, আমি একজন মুসলমান!!'

এলভিনের কথা বিস্ময়ের সাথে শুনছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বিস্মিত হলাম যখন মুসলমান হওয়ার আনন্দে তিনি শিশুর মতো আনন্দে যেন নেচে উঠতে চাইলেন!

আই অ্যাম প্ল্যানিং টু গো টু মাক্কা, টু পারফর্ম ওমরাহ।

সে ওমরাহ করতে যাবে, শুনলাম, কিন্তু কিছুই বললাম না মুখে। তাকে আরও একবার আলিঙ্গন করে বলে উঠলাম,

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যাকে খুশি হেদায়েত দেন, পথ দেখান, আমি খুবই খুশি তোমার এ পরিবর্তনের কারণে।

তোমাকে ধন্যবাদ জিয়া, তুমি যে ধৈর্যের সাথে আমার কাছে ইসলাম তুলে ধরেছ তার জন্য, আমি তোমার কাছে ...।

তাকে থামিয়ে দিলাম, হয়ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। বললাম,

'এলভিন অমন করে বলতে নেই, কেউ তোমাকে হেদায়েত দেননি এক আল্লাহ ছাড়া। হেদায়েত দেয়ার এখতিয়ার আল্লাহ কখনই কারো সাথে শেয়ার করেননি। এমনকি তাঁর প্রিয় রাসূল (সা:) এর সাথেও নন। কাউকে হেদায়েত দেয়া বা না দেয়ার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর। সেই তিনিই বাছাই করে নিয়েছেন তোমাকে ইসলামের জন্য। এর সকল কৃতিত্বটুকু একমাত্র আল্লাহরই। তাঁর কাছেই কৃতজ্ঞ থাক। আমিও তাঁর কাছেই কৃতজ্ঞ। আলহামদুলিল্লাহ।

মনেমনে তার স্ত্রীর কথা জানতে চাইছিলাম, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করব এমনটা ভাবছিলাম কিন্তু তার আবেগ উচ্ছলতা এবং বিরতিহীন কথা বলা দেখে সে সুযোগই পাচ্ছিলাম না। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, তিনি নিজ থেকেই সে প্রসঙ্গ তুললেন,

www.pathagar.com

'সকালে সবার আগে স্ত্রীর সাথে কথা বলেছি, তাকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছি আমার সিদ্ধান্তের কথা। সেও তার সিদ্ধান্তে অটল। তার একই কথা, সে মেনে নেবে না। আমার করার কিছুই নেই। বলেছি, আমি তাকে আজও ভালোবাসি এবং তেমনটা বেসেই যাবো, কিন্তু তার কারণে, আমার মেয়ের কারণে আমি মুসলমান হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারি না। আজ যদি মরে যাই, তা হলে তো আমি মুসলমান না হয়েই মরলাম, এটা হতে পারে না।

চমকে উঠলাম যেন তার কথা শুনে। আরে, এ কথাটাই তো আল্লাহ্ পাক কুরআনে কারিমে মানুষের উদ্দেশে বলেছেন,

'ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন।'

তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না।

মাত্র কিছুদিন ধরে কুরআন পড়েই একজন অমুসলিম কুরআনের এই কথাটা বুঝে উঠতে পারলে আমরা জন্মগত, বংশগত মুসলমান, যারা কুরআন পড়ি বা পড়াই, শুনি বা শোনাই, খতমও দেই বা দেওয়াই, সেই তারা কেন সারা জীবনেও সে নির্দেশটা বুঝে উঠতে পারি না?

চিন্তায় ছেদ পড়ল আবারও। এলভিন বলে চলেছেন,

'এ নিয়ে ভাবি না জিয়া, আমি ধৈর্য ধরব। যাঁকে রব মেনেছি তিনি একটা ব্যবস্থা করবেনই। আর যাই তিনি করবেন, ভালোর জন্যই করবেন। গতকাল পর্যন্ত আমার প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল, আজ কোনো চিন্তা নেই, কোনো অস্থিরতা নেই, পুরো মনটা জুড়ে রয়েছে এক গভীর প্রশান্তি। সব কিছুই আল্লাহর হাতে সঁপেছি, তিনি আমার জন্য ব্যবস্থা একটা করবেনই।'

বড় গভীর প্রত্যয়দীপ্ত আর দৃঢ়কণ্ঠ শোনালো তাঁর গলা। অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি আর ভাবছি, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় একটা মানুষের মনে কি গভীর, কি ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেল! কাল যাঁকে দেখেছি বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, আজ সেই তিনিই কি না কথা বলছেন গভীর প্রত্যয় আর আল্লাহতে আস্থা নিয়ে!

আমার চোখের সামনেই যেন এলভিনের মনোজগতে এক এক করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে চলেছে। তার কথাবার্তায়, তার আচার আচরণে, তার মানসিক দিক বিচারে এক বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে ঠিক যেন আমার চোখের সামনে, সিনেমার একটা একটা সিকোয়েন্সের মতো করে! আর আমি যেন মুগ্ধ দর্শকের মত করে নির্বাক চেয়ে চেয়ে দেখছি সে সব!

www.pathagar.com

আমার যেন বিস্ময়ের রেশই কাটতে চাইছে না। কি বলব? কিছু যে বলার মতো খুঁজেই পাচ্ছি না! তারপরেও অনেক চেষ্টা করে কেবল এতটুকু বলতে পারলাম,

'তোমাকে স্বাগতম এ ভুবনে, ইসলামের পরিমণ্ডলে।'

আসলেই আমি বলার মত যুৎসই কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এতদিন দু'জনেই অনেক কথা বলেছি, তিনি প্রশ্ন করেছেন আমি আমার সাধ্য ও জ্ঞানমত জবাব দিয়েছি বা পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু আজ তিনি একাই বক্তা, আর আমি নীরব শ্রোতা মাত্র! তার কথায় আবারও আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল, তাকে বলতে শুনলাম,

'জিয়া, আমি মূলত টাকা কামাতেই এসেছিলাম, কিন্তু টাকার জন্য এসে এমন একটা কিছু পেয়ে গেলাম, যা বিশ্বের সকল কিছুর চেয়েও দামি, আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি।'

এলভিন যেন নিজের সাথেই কথা বলে চলেছেন। কারণ এখন আর আমি তার কথা শুনছি না। আমি ডুব দিয়েছি অন্য এক ভাবনার জগতে। ভেতরে ভেতরে ভেবে চলেছি, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন, তাকে বোধ হয় এভাবেই দেন, আমরা কেবল তার সেই করুণাটুকুরই ভিখারি মাত্র।

আমরা এই ভিখারিরা যখন অপ্রত্যাশিতভাবে তার সেই অপার অনুগ্রহটুকু পেয়ে যাই, তখনই আনন্দে উল্লসিত হই, আনন্দিত হই, আনন্দে পুলকিত হই। আমার চোখে আজও ভাসে সে রকমই এক আনন্দময় স্মৃতি!

চোখ বুজলেই আজও যেন দেখতে পাই আল্লাহর এই অপার অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গেছেন এক ইউরোপিয়ান; এক ফরাসি খ্রিষ্টান নাগরিক। সে মুহূর্তটি ছিল এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। এরকম মুহূর্তের উপস্থিতি খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না!

ঘটনাটি যাকে নিয়ে তিনি ছিলেন এক ফরাসি নাগরিক, মিশেল। তিনি যেদিন ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হন, সেদিনই তার সাথে আমার এ বিষয়ে কথা বলার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল, অনেকটা আকস্মিকভাবেই। সেটাও ছিল কুয়েতের আইপিসি অফিস সংলগ্ন মসজিদের ঘটনা।

দিনটি ছিল রোববার, ১১ জুলাই, ১৯৯৯ সাল। রাত সাড়ে ৮ টার মতো হবে। মরুর দেশ কুয়েতের আবহাওয়া প্রচণ্ড উত্তপ্ত। সূর্য ডুবে গেছে সেই কখন কিন্তু এখনও বাতাসে যেন আগুনের হলকা বয়ে চলেছে! মনে হয়

www.pathagar.com

গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দেবে। সারাদিন বাইরে বেরুনো যায়নি। সন্ধ্যার একটু আগে বেরিয়েছিলাম, বাসায় ফিরে যাওয়ার খুব একটা তাড়া নেই যদিও, তবু যতটা দ্রুত কাজ শেষ করে ফেরা যায় ততই ভালো। এই উত্তপ্ত আবহাওয়ায় হেঁটে বেড়ানোটাও বড়ই কষ্টকর ঠেকে যেন!

সাথে ছিলেন বন্ধুবর অত্যন্ত স্বজন ও স্বল্পভাষী শামসুল হক ভাই। গাড়ি পার্কিংয়ে একটা ভালো মত জায়গা দেখে সেখানে গাড়িটা পার্ক করে রেখে এসে দু'জনে বাজারের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়িয়েছি শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মোল্লাহ সালেহ মসজিদের কাছে। মসজিদের কাছকাছি পৌঁছতেই এশার আজান ভেসে আসা শুরু হলো। নামাজের তখনও দেরি আছে প্রায় কুড়ি মিনিট বা তার কাছাকাছি সময়, তার পরেও সঙ্গী জনাব শামসুল হক ভাইকে বললাম,

'আসুন এখানেই দু'জনে নামাজটা আগে সেরে নেই, এর পরে না হয় বাজারের ভেতর যাওয়া যাবে, তা না হলে একবার বাজারের মধ্যে ঢুকলে হয়ত শেষ পর্যন্ত জামাতটাই মিস করব।'

তিনি বিনাবাক্য ব্যয়ে রাজি হলেন, আর আমরা দু'জনে গিয়ে মসজিদের ভেতরে বসলাম।

'মোল্লাহ সালেহ মসজিদে' মাঝে মধ্যেই আসি। এখানেই রয়েছে পুরো কুয়েতেরই নয় বরং বলা চলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বিখ্যাত, এক নামে সবাই যে প্রতিষ্ঠানটিকে চেনে, সেই আইপিসি বা 'ইসলাম প্রেজেন্টেশন কমিটি'র অফিস।

এই মসজিদটিরই বেসমেন্টে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি। ইসলামের পরিচিতি ও এর বিভিন্ন দিক নিয়ে এখানে নিয়মিতই মাসিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ও বক্তারা এখানে প্রায়ই আসেন, ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

মরহুম আহমেদ দিদাত, মিসরের জগলুল নাজ্জার এবং ভারতের ডা: জাকির নায়েকসহ অনেকেই এখানে তাদের বক্তব্য বহুবার উপস্থাপন করেছেন। আর কুয়েতে অবস্থানরত আমেরিকান কিংবা ইউরোপীয় সৈন্যরা প্রতি মাসে নিয়মতিই এরকম আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন, তা দেখেছি। কখনও কখনও নিজেও কোন কোন লেকচারে উপস্থিত থেকেছি।

বিশ্বের প্রায় সত্তরটিরও বেশি দেশ থেকে চাকরি, ব্যবসা বা অন্যান্য কাজে এখানে আসা অনেক অমুসলিম বসবাস করছেন বছরের পর বছর ধরে।

www.pathagar.com

বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও রাশিয়াসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক অমুসলিম পেশাজীবী কুয়েতে কর্মরত আছেন বিভিন্ন সেক্টরে।

এছাড়াও রয়েছে হাজার হাজার আমেরিকান ও ন্যাটো দেশভুক্ত কয়েকটি দেশের সৈন্য ও তাদের অনেকেরই পরিবার পরিজনরা। আইপিসি এদের কাছেই নিয়মিত কর্মসূচির মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরছে বিগত বেশ কয়টি বছর ধরে।

বিগত কয়টি বছরে এদের কাজে এসেছে এক দারুণ গতিময়তা! প্রতিদিনই এখানে কোন না কোন অমুসলিম ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হচ্ছেন। কখনও কখনও দল বেঁধেও অনেকে মুসলমান হন। এদের রয়েছে একঝাঁক দক্ষ ও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান দায়ী ইলাল্লাহ।

এখানেই পরিচয় হয়েছিল একজন খ্রিষ্টান পাদ্রি থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে জাঁদরেল দায়ী ইলাল্লাহ, ফিলিপিনো নওমুসলিম মরহুম আব্দুল্লাহ স্পিরিটোর সাথে। নিজের এক দাওয়াতি টার্গেটের কারণে মরহুম ভাই আব্দুল্লাহর কাছে ঘনঘন আসতে হতো।

কিন্তু তার মৃত্যুর পরে আর আগের মতো আসা হয়ে ওঠে না যদিও, তবু একটু সময় পেলেই চলে আসি। আসি, কেননা এখানে নিয়মিতই কিছু স্বর্গীয় মুহূর্তের অবতারণা হয়, নিজেও যার সাক্ষী থাকতে চাই।

এশার নামাজ যথারীতি জামাতের সাথেই পড়লাম। সালাম ফেরানোর পর পরই দেখতে পেলাম 'আইপিসি'র ইউরোপ ও পাশ্চাত্য বিভাগের প্রধান ড. ইউসুফ মুসল্লিদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছেন। তিনি এসে ইমাম সাহেবের সাথে দুটো কথা বলে নিলেন, এরপরে দু'জনেই মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন। ইমাম সাহেবই মুসল্লিদের উদ্দেশে প্রথমে মুখ খুললেন। আল্লাহর হামদ ও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ওপরে দরূদ ও সালাম পেশ করলেন। বললেন,

'সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ, আল্লাহ যাকে খুশি হেদায়েত দান করেন, দান করেন ইসলামের মত অমূল্য নিয়ামত। আজ আমি আপনাদের কাছে এমনই একজনকে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, যাকে আল্লাহপাক তাঁর অপার অনুগ্রহে এই নেয়ামত দানে ধন্য করতে যাচ্ছেন। যিনি মহান আল্লাহর সুমহান রহমতের বারিধারায় সিক্ত হতে যাচ্ছেন।'

এতটুকু বলেই তিনি থামলেন, আর ড. ইউসুফের দিকে তাকালেন। ড. ইউসুফ মসজিদের দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে ঈশারা করতেই দেখলাম উক্ত

www.pathagar.com

'আইপিসি'র একজন কর্মচারী, এক কুয়েতি যুবকের সাথে এগিয়ে আসছেন পরিপাটি বেশভূষায় সজ্জিত সুদর্শন এবং প্রায় সাত ফুট উচ্চতার ইউরোপীয় চেহারার এক ব্যক্তি। লাল টুকটুকে গায়ের রঙ, সাদা রেশমি চুল, অত্যন্ত বিনম্র ভঙ্গিতে তিনি এসে ইমাম সাহেবের পাশে দাঁড়ালেন।

ইমাম সাহেব তাকে কলেমা পড়ালেন, আর তিনিও অশ্রুতে চিক চিক করে ওঠা দুটো চোখ নিয়ে অনভ্যস্ত উচ্চারণে কলেমা শাহাদত পড়লেন। মসজিদ ভর্তি মুসল্লিরা একযোগে সমস্বরে তাকবির ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। বেশ কয়েকবার পুরো মসজিদ ভরে আওয়াজ উঠল 'আল্লাহু আকবার'!

তিনি মুসলমান হলেন। প্রথমে ইমাম সাহেব এবং তার পরে ড. ইউসুফ কোলাকুলি করলেন। এরপরেই শুরু হলো এক এক করে উপস্থিত মুসল্লিদের কোলাকুলি করার পালা। একসময় আমিও ধীরে সুস্থে এগিয়ে গেলাম। সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটির সাথে কোলাকুলি করলাম, এইমাত্র যিনি তার পূর্বের সকল গুনাহ্ হতে মাসুম হয়ে গেলেন! বললাম,

Welcome to the world of eternal peace

তিনিও জবাবে বললেন,

Thank you.

সুন্নত শেষে সালাম ফিরিয়ে দেখি তখনও কোলাকুলি চলছেই, তবে ভিড় অনেকটাই কমে এসেছে। ওদিকে এক কোনায় ড. ইউসুফ দাঁড়িয়ে আছেন একা, কোলাকুলির পালা শেষ হলে তিনি নওমুসলিমকে নিয়ে যাবেন, এই জন্য। পূর্ব পরিচয় থাকার সুবাদে এগিয়ে গিয়ে ড. ইউসুফকে ধরলাম,

'তোমার যদি ব্যস্ততা না থাকে তবে আমি নওমুসলিমের সাথে একটু কথা বলতে চাই'।

তিনি সানন্দে রাজি হলেন এবং বললেন,

'চল আমার অফিসে গিয়ে বসি, সেখানেই কথা হবে।'

এরপরে একসময় আমরা এসে বেসমেন্টে ড. ইউসুফের সুসজ্জিত বিরাট অফিস কক্ষে মোট চারজন মুখোমুখি বসলাম। নওমুসলিমের পাশে আমি, আমার পাশে শামসুল হক ভাই আর ড. ইউসুফ আমাদের মুখোমুখি সামনের সোফায়। ড. ইউসুফই আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন নওমুসলিমের।

'এই প্রথম জানলাম নওমুসলিমের নাম মিশেল। এটি একাধারে যেমন

www.pathagar.com

একটা ইউরোপীয় নাম, তেমনি আবার তা আরবি নামও বটে। আমার নিজের এবং শামসুল হক ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে তাকে আবারও অভিনন্দন জানালাম তার এই নতুন মহিমান্বিত জীবনের জন্য। বললাম,

'কনগ্র্যাচুলেশন্স, এই মুহূর্তে তোমার আবেগটুকু বুঝতে পারি, বুঝতে পারি তোমার মানসিক অবস্থাটাও। এরপরও তোমাকে একটু বিরক্ত করব, আমাদের যে সময় দিলে, এর জন্য আগাম তোমাকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি। আমাদের বড় ইচ্ছা, তোমার পরিচয়টুকু জানি তোমার নিজের কাছ থেকেই।'

বলেই তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক একটু নড়েচড়ে বসলেন। এরপরে যা বললেন তার সারমর্ম হলো, দক্ষিণ ফ্রান্সে তার জন্ম, নাম মিশেল, বয়স বিয়াল্লিশ বছর, পেশায় একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। বিগত আটটি বছর ধরে কুয়েতের একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত আছেন এবং এই প্রথম তিনি কোনো আরব দেশে এসেছেন ও বসবাস করছেন।

এর আগে বছর পাঁচেক ছিলেন রাশিয়ায়। যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের প্রায় সব কয়টি দেশই ঘুরেছেন নেশা, পেশা, কিংবা শখের বশে। স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে, দুই কন্যা ফ্রান্সেই পড়াশোনা করছে।

এই পর্যায়ে এসে তিনি একটু থামলেন। কয়টি মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। আমি তার আবেগটুকু বোঝার চেষ্টা করলাম।

সম্ভবত সুদূর প্রবাসে বসে একজন স্নেহপরায়ণ পিতার চোখের সামনে ভাসছিল পারিবারিক ছায়াবঞ্চিত দুই কন্যার মুখচ্ছবি! একজন পিতার জন্য বড়ই দুর্বল জায়গা এটি, কিন্তু আমারতো চলছে না থেমে থাকলে! তাই আবার নীরবতা ভঙ্গ করে জানতে চাইলাম,

'তুমি আজ মুসলমান হলে। পূর্বপরিকল্পনামত কাজটি করলে? না, কোন আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত!

সরাসরি আমার চোখে চোখ রাখলেন, বললেন;

'দেখ, দীর্ঘ আট বছর আরবদের মাঝে বসবাস করছি। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। বিগত পাঁচ বছর ধরে বইপত্র ও কুরআনের তরজমার মাধ্যমে ইসলামকে জানি, নিজে আরবি ভাষা শিখছি কুরআনকে ভালো মতো বোঝার জন্য। যা করেছি, বুঝে শুনে, ভেবে চিন্তেই করেছি।

www.pathagar.com

'ইসলামের কোন বিষয়টি তোমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে?' জানতে চাইলাম।

'তোমাদের মুসলিম সমাজে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, এঁদের মধ্যে যে অসম্ভব রকম অটুট বন্ধন ও সহমর্মিতা, ভালোবাসা, এটা আজকের বিশ্বে একমাত্র মুসলিম সমাজ ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার!

আমরা যারা পশ্চিমের বাসিন্দা, তারা এগুলো হতে যোজন যোজন দূরে! এগুলো কল্পনাও করতে পারি না! তাই যখন প্রথম এই ধরনের নিবিড় সম্পর্ক বাস্তবে দেখলাম, তখন অবাকই হলাম! বুকভরা হাহাকার কিন্তু অন্তর জুড়িয়ে গেল তা দেখে!

ড. ইউসুফ জানতে চাইলেন, তুমি কি জানো এর পেছনে মূল কারণটা কী?'

'হ্যাঁ, আমি খুব গভীরভাবে ভেবে দেখেছি, একবার মনে হয়েছিল এটা বোধ হয় আরবি কালচার। কিন্তু এখানে অনেক অনারব মুসলমানের সাথে মিশেছি, তাদের মধ্যেও দেখেছি সেই একইরকম অটুট পারিবারিক ও মানবিক বন্ধন, বৃহত্তর ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা। আমার যেকোনো প্রয়োজনে, সমস্যায় প্রথম যেসব ব্যক্তি এগিয়ে এসেছেন, তারা মুসলমান অথচ সেই একই ক্ষেত্রে আমার স্বজাতি পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের ভূমিকা প্রশ্নাতীত নয়, বরং দুঃখজনক!

এই জিনিসটিই আমাকে ভাবিয়েছে গভীরভাবে। একসময়ে এ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছি যে, এর পেছনে অবশ্যই কোন ধর্মীয় বিশ্বাসগত কারণ আছে। বাইবেলে কোন সূত্র পেলাম না। কুরআনের তরজমা পড়েছি, এখনও পড়ছি। আমার অবসরই কাটে কুরআন পড়ে।

অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, এর ছত্রে ছত্রে ভালোবাসা ক্ষমা, ঔদার্য আর ভ্রাতৃত্বের আহ্বান! সকল প্রশ্নের উত্তরই কুরআন নীরবে আমাকে দিয়ে গেছে! এরপরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আমি মুসলমান। আলহামদুলিল্লাহ।

'তোমার কন্যাদের জানিয়েছ?' জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ, তাদের জানিয়েছি, আমার সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধবদের জানিয়েছি। জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজটি গোপনে করতে চাইনি। আমি চেয়েছি সারাবিশ্ব জানুক আমার সৌভাগ্যের কথা, আমার প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা, আমি মুসলমান। আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর উম্মত!

www.pathagar.com

কথায় কথায় অনেক রাত হয়েছে। নওমুসলিমকে আবারও মোবারকবাদ এবং ড. ইউসুফকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠলাম। আসার সময় নওমুসলিম হাতটি চেপে ধরলেন, সরাসরি চোখে চোখ রেখে বললেন,

'আমার জন্য দোয়া করো।'

হৃদয়ের গভীরে পৌঁছলো যেন কথাগুলো। তাকে সালাম জানিয়ে পা বাড়ালাম।

এয়ারপোর্ট রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম ফোর্থ রিং রোড পানে। রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি, পাশে শামসুল হক ভাই বসে। গাড়ির স্টিয়ারিং এর ওপরে হাত, দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। কিন্তু মনের কোণে বার বার ভেসে উঠছিল নওমুসলিম মিশেলের কথাগুলো–

'আল্লাহ আমাকে মুসলমান বানিয়েছেন, বিশ্ব জানুক আমার সৌভাগ্যের কথা! আলহামদুলিল্লাহ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর উম্মত!

আহা, আমরা যারা নিজেদেরকে 'আশেকে রাসূল' তাঁর খাঁটি উম্মত বলে নিত্য ঘোষণা দিয়ে বেড়াই, জেহাদের মেকি উত্তাপে মুসলমান হয়ে মুসলমানের গলা কাটি, তারা যদি একটাবার বুক ফুলিয়ে বলতে পারতাম,

'বিশ্ব জানুক আমার সৌভাগ্যের কথা, আল্লাহ আমাকে মুসলমান বানিয়েছেন, আলহামুদলিল্লাহ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর উম্মত!'

আনন্দে আবেগে উল্লসিত নওমসুলিম মিশেলের সেই মুখচ্ছবি আজও আমার চোখের সামনে যেন সমুজ্জ্বল! সেদিনের পর থেকে পার হয়ে যাওয়া দুই যুগ পরে এসেও চোখ বুজলেই যেন আমি লাল টুকটুকে তার সেই হাসিমাখা মুখখানা আজও দেখতে পাই!

কিন্তু আবার কষ্টও পাই। কষ্ট পাই, আমার আর আমাদের করুণ অবস্থা দেখে। আজ নিজের ভেতরটা যখন দেখি, যখন নিজের চারপাশটা দেখি, দেখি মুসলিম জনপদের অধিকাংশ মানুষগুলোর দিকে, প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর উম্মতগুলোর দিকে তখন ব্যথা বেদনা, এক অব্যক্ত অন্তর্জ্বালা আর মানসিক যন্ত্রণায় নিদারুণভাবে ভুগতে থাকি নীরবে নিভৃতে, অনেকটা গোপনেই। কী হওয়ার কথা ছিল আর কী হলো? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য অগ্রযাত্রায় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি সহজ ও সাবলীল হয়েছে তা প্রচার করাটাও।

আজ একজন চাইলেই নিজের শোবার ঘরে বসেই সারা বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের কথা, নীতি আর নৈতিকতার কথা ছড়িয়ে দিতে পারেন। কোনো রকম অর্থ

www.pathagar.com

ব্যয় না করেই যে কেউ চাইলেই ইসলাম ও তৎসংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারেন ঘরে বসেই।

আগেকার যুগে এ সকল বিষয়ে জ্ঞানচর্চা এতটা সহজ ছিল না, এর জন্য একজন ব্যক্তিকে আয় রোজগারের পথ সীমিত রেখে ওস্তাদের সান্নিধ্যে কাটাতে হতো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনকি জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ। বইপত্রও ছিল সীমিত ও দুষ্প্রাপ্য।

আজ সেসব সীমাবদ্ধতা নেই। আজ যে কেউ চাইলেই ঘরে বসেই যেকোনো বিষয়ের জ্ঞান হাতের নাগালে প্রায় বিনা খরচেই পেতে পারেন। এমনসব জ্ঞান আজ সহজলভ্য হয়েছে, যা আজ থেকে কয়েক শত বছর আগে, এমনকি মাত্র কয়েকটি শতাব্দী আগে কেউ জানতোই না।

এত কিছুর পরেও প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাধের প্রিয় উম্মত, যে উম্মতের চিন্তায় তিনি দিন রাত ব্যস্ত থেকেছেন, এমনকি তাঁর ইন্তেকালের আগের মুহূর্তেও তিনি যে উম্মতের জন্য পেরেশান ছিলেন, সেই উম্মতের মনোজাগতিক অবস্থা, জ্ঞানের জগতে তাদের বিভ্রান্তি, মন-মনন, চিন্তা আর চেতনায় বিপর্যয়কর অবস্থা দেখে কান্না চলে আসে!

অথচ আল কুরআন, যে আল কুরআনের কথা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল বলে গেছেন, বলে গেছেন আমার অবর্তমানে তোমরা এটাকে আঁকড়ে থেকো, বিভ্রান্ত হবে না, সেই আল কুরআন ঘরে ঘরে থাকতেও আজ এ উম্মাহর কি নিদারুণ দুর্গতি! কী নিদারুণ অধঃপতন, কি সীমাহীন জিল্লতি!

বিস্ময়কর আল কুরআন হাতের নাগালে থাকার পরেও এর অনুসারী হওয়ার দাবিদারদের কি দুরবস্থা! আল কুরআন যে এ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময়, সে কথাটা ভিন্নধর্ম হতে আসা একজন অনুসন্ধানী পাঠক, মরহুম আব্দুল্লাহ স্পিরিটো বুঝলেও কী দুর্ভাগ্য, তা যেন প্রিয় রাসূল (সা:) এর উম্মত, এই আমরা; আশেকানে রাসূলগণ বুঝতে পারছি না!

আব্দুল্লাহ স্পিরিটো। একজন নিবেদিতপ্রাণ মিশনারি পাদ্রি থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান, ফুল টাইম দায়ী ইলাল্লাহ, মরহুম আব্দুল্লাহর সাথে বেশ কয় বছর ধরে মোটামুটি একটা ঘনিষ্ঠতাও বজায় ছিল। পরিচয়ের একদম শুরুর দিকে আইপিসি ভবনের বেসমেন্ট ফ্লোরে অবস্থিত তার অফিসকক্ষে বসে একদিনের এক আলাপচারিতায় তিনি কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন,

'আল কুরআন হলো এই বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময় এবং একমাত্র বিস্ময়! কুরআনের একটা কপি তুলে ধরে সেদিন সেই নওমুসলিম বেশ জোর দিয়ে

www.pathagar.com

আত্মপ্রত্যয়ের সাথেই কথাটা বলেছিলেন। তার কথার মধ্যে ছিল প্রচণ্ড এক আবেগ আর বিশ্বাসের জোর, তা সেদিনই বোঝা গেছে। আজ অনেক দিন পরে এসে তার সেদিনকার সে কথাটা মনে পড়ছে আবারও।

আসলেই তো তাই। পৃথিবীর বড় বড় বিস্ময়গুলো চোখে দেখতে মানুষকে বিশ্বের কোণে কোণে ছুটে যেতে হয়। যেমন তাজমহল দেখতে যেতে চাইছ তোমরা, তা দেখতে যেতে হবে ভারতের আগ্রায়। মস্কোর ঘণ্টা দেখতে রাশিয়ায়। পিরামিড দেখতে মিসরে যেতে হয়, যা সবার পক্ষে সবসময় সম্ভব নয়। কারো কারো পক্ষে, বরং বাস্তবতা হলো, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে তো সারা জীবনেও একবার সম্ভব নয় এইসব বিস্ময়গুলো চোখে দেখতে যাওয়া, বা দেখে আসা।

বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই এইসব বিস্ময়কে চোখে না দেখেই বিশ্বাস ও স্বীকার করতে বাধ্য বা প্রস্তুত যে, ঐসব বস্তু, স্থান বা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময়! তাদের পক্ষে এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, আসলেই সেগুলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময় কি না, যেমনটি মানুষ দাবি করে এবং, যেমনটি তারা চোখে না দেখে বিশ্বাসও করে!

তাছাড়া এসবের কোন একটি মনুষ্য সম্প্রদায়ের সামনে এ চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেয়নি যে, সেগুলোই সবচেয়ে বড় বিস্ময়, একমাত্র বিস্ময়, সেগুলোর দ্বিতীয় কোনো উপমা নেই, জুড়ি নেই! তারা মানুষের সামনে এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেনি যে 'যদি বিশ্বাস না করো তবে তোমরা আমার মত একটা বানিয়ে দেখাও দেখি!' এরকম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়ার মত আত্মবিশ্বাস ওগুলোর সৃষ্টিকর্তা ব্যক্তি বা জাতি কিংবা গোষ্ঠীর নেই, ছিলও না। ফলে কেউ সে রকম কোনো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়নি।

কিন্তু এর বিপরীতে আল কুরআন এবং একমাত্র আল কুরআনই প্রকাশ্যে এবং সকলের কাছে, সর্বকালের সকল মানবসন্তানের কাছে উন্মুক্ত ঘোষণা দিয়ে রেখেছে এই বলে যে, এই আল কুরআন একক ও অদ্বিতীয় এবং এর কোন জুড়ি নেই।

সমগ্র কুরআনতো দূরের কথা, এর ছোট থেকে ছোট একটা সূরার মত সূরা রচনা করে দেখানোর জন্য বিশ্বের সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের কাছে এই গ্রন্থটি প্রকাশ্যে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে রেখেছে। বিগত দেড়টি হাজার বছর ধরে এই চ্যালেঞ্জ উন্মুক্ত রয়েছে মানুষের সামনে! এবং এই বিশ্বের শেষ দিনটি পর্যন্ত তা একইভাবে বহাল থাকবে।

www.pathagar.com

পৃথিবীর দেশে দেশে কত নামী-দামি লেখক, সাহিত্যিক, কবি, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক, কলামিস্ট, ভাষাবিদের জন্ম হলো এবং তারা গতও হয়ে গেলেন। কতজনে কতরকম সাহিত্য রচনা করে বিশ্ব ইতিহাসে তাদের নিজেদের স্থান করে নিলেন! কত নামী পুরস্কার অর্জন করলেন, যশ খ্যাতির কথা না হয় বাদই দিলাম!

কিন্তু কী অবাক করা কাণ্ড, কোন একজন সাহিত্যিক, লেখক, ভাষাবিদ, কারুরই এই সাহসটুকু হলো না যে, তিনি বা তারা এগিয়ে এসে আল কুরআনের এই উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জটুকু গ্রহণ করবেন। সমগ্র আল কুরআনতো দূরের কথা, সূরা বাকারা বা ওরকম কোন বড় একটা সূরাও নয় বরং সবচেয়ে ছোট সূরার মত একটি সূরা রচনা করে দেখাবেন, বিশ্বে অমর হয়ে রইবেন! এটাও একটা বিস্ময়ই বটে!

বিস্ময়কর আল কুরআন এরকম আরও কত বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে! পতিতকে তুলে ধরেছে বিশ্ব দরবারে সম্মানের উচ্চ শিখরে। অধঃপতিত, হতদরিদ্র একটি জাতি, যারা আল কুরআনকে আঁকড়ে ধরেছে; তাদেরকে স্বল্পতম সময়ে তুলে ধরেছে সাফল্যের কল্পনাতীত স্তরে।

নীচ ও অপমানিতকে করেছে মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত! দুর্ভাগাকে করেছে সৌভাগ্যবান! অখ্যাতকে করেছে খ্যাত, ভীরুকে করেছে বীর, গরিবকে সম্পদশালী, কৃপণকে দানবীর, রাখালকে বাদশাহ, বাদশাহকে ফকির! যেন সত্যিকার অর্থেই এ এক জাদুর পরশ। ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে দেখুন, দেখবেন বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় পাতায় এমন হাজারো ঘটনা, হাজারো বিস্ময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে!

ঘর পালানো পারস্যের একজন দাস, হজরত সালমান ফারসি রাঃ-এর কথা হয়ত জানবেন একদিন, তাঁর কথা ভাবুন অথবা ভাবতে পারেন আবু জাহেলের কৃতদাস আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) এর কথা, ভাবুন, পাথুরে পাহাড় আর রুক্ষ মরুভূমির প্রান্তজুড়ে দুম্বা-উট চরানোতে নিয়োজিত রাখাল যুবক ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর কথা অথবা হাবশি ক্রীতদাস হজরত বেলাল (রাঃ) এর কথা।

তৎকালীন আরব সমাজে এসব নিগৃহীত ব্যক্তিদের এমন কী বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ সমাজে বিশেষ কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা আর বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারতেন? বেশির ভাগই তো ক্রীতদাস, যাদের জীবন কাটত মনিবদের ফরমায়েশ খাটতে খাটতে, তাদের হুকুম শুনতে শুনতে। আর এর বিনিময়ে জুটত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, সীমাহীন অত্যাচার ও

www.pathagar.com

নিপীড়ন। মানুষের পেটে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েও যাপন করতে হতো মানবেতর জীবন!

এই তারাই যখন আল কুরআনের সান্নিধ্যে এসে আল কুরআনের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে দিলেন, কুরআনের রঙে রাঙালেন নিজেদের অন্তর, চোখের নিমেষেই যেন সাধিত হলো এক বিস্ময়! এক বিপ্লব! নিমেষেই এই অখ্যাতরা হয়ে উঠলেন খ্যাতিমান, বিখ্যাত! এইসব অবহেলিত, অপমানিত, নিগৃহীতরা হয়ে উঠলেন সম্মানিত।

কেবলই কি তাই? সেই তাঁদের জীবনাবসানের দেড় হাজার বছর পরে এসে আজও বিশ্বের কোণে কোণে দেড়শত কোটি মুসলমান এইসব সম্মানিত ব্যক্তির নাম শোনা বা বলার সাথে সাথে তাঁদের কল্যাণ চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে! অথচ তাঁরা কেউ এইসব মুসলমানদের পরিচিত কেউ নন, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ও নন, পাড়া প্রতিবেশীও নন। তারপরেও কি সম্মান! কি শ্রদ্ধা, ভক্তি, না দেখা এই সব মানুষগুলোর জন্য!

মক্কা-মদিনায় হজ ওমরাহর জন্য বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই যেসব মুসলমান যাচ্ছেন বা বিভিন্ন কাজে সউদি আরবে প্রতিদিন যেসব মুসলমান সেখানে যাচ্ছেন, বিশেষ করে, প্রতিবছরে হজ এবং রোজার সময় লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভিড় করছেন এই দু'টি স্থানে, তারা তাদের ওমরাহ বা হজ সমাপন করেন। কিন্তু এর পাশাপাশি তারা এইসব সম্মানিত সাহাবির কবর রয়েছে যেসব স্থানে সেখানেও যান, তাদের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন!

নিজের চোখে বদর, ওহুদ, খন্দক, খাইবার, জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা নানা বর্ণ আর ভাষার শত শত মুসলমানকে এঁদের জন্য দোয়া করতে দেখেছি, দেখেছি তাদের চোখ বেয়ে নীরবে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে! অবাকও হয়েছি তাতে!

হাজার বছরের ব্যবধানে জন্ম নেয়া এবং এ বিশ্বের বুকে ভিন্ন ভিন্ন জনপদে বসবাস করা, কেউ কাউকেই না দেখা এসব মানুষগুলোর মধ্যে একে অপরের জন্য মায়া মমতা, প্রেম আর আবেগ, এসবের পেছনে একটাই মাত্র কার্যকারণ, একটাই মাত্র সেতুবন্ধ আর সেটা হলো; আল কুরআন, মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়; কুরআনুল কারিম।

আল কুরআনের এইসব মহান ধারকরা প্রত্যেকেই যেন কুরআনের এক একজন জীবন্ত মডেল হয়ে উঠেছিলেন! এ সত্যেরই এক বাস্তব উদাহরণ

www.pathagar.com

আমরা দেখতে পাই সে যুগে মদিনায় ঘটে যাওয়া ছোট্ট একটা ঘটনা থেকে।

মদিনার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এক বৃদ্ধ ইহুদি পণ্ডিত, পথে দেখা হয়ে গেল এক তাবেয়ির সাথে। বৃদ্ধ ইহুদি তাঁকে বললেন, তোমাদের কুরআনটা কি আমাকে একটু দেখাতে পারো?

ঘটনাক্রমে ঠিক ঐ একই সময়ে প্রখ্যাত সাহাবি হজরত আবু দারদা (রা:) সে পথ দিয়ে এক মনে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাবেয়ি ইহুদি বৃদ্ধের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট করে হজরত আবু দারদা (রা:) দেখিয়ে বলে উঠলেন,

ঐ দেখুন, আল কুরআন হেঁটে যাচ্ছেন!

মা আয়েশা (রা:) এর কাছে প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি প্রশ্নকারীর উদ্দেশে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন,

কেন, তোমরা কুরআন পড়ো না?

তার মানে হলো, আল কুরআনই হলো প্রিয় রাসূল (সা:) এর চরিত্র, তাঁর চরিত্রই ছিল আল কুরআনের বহিঃপ্রকাশ। তিনি ছিলেন আল কুরআনের জীবন্ত মডেল। এরকম জীবন্ত মডেল ছিলেন তাঁর সাহাবিরাও। আর সে কথারই প্রকাশ ঘটেছে মদিনার সেই বৃদ্ধ ইহুদি কর্তৃক জনৈক তাবেয়ির কাছে কুরআন দেখতে চেয়ে প্রত্যুত্তরে উক্ত তাবেয়ি কর্তৃক হযরত আবু দারদা (রা:) কে জীবন্ত একটি কুরআন হিসেবে উপস্থাপনের মধ্যে!

এটা ঠিক যে, আজ বিশ্বের কোন মুসলমানই প্রিয় রাসূল (সা:) কিংবা তাঁর সাহাবি (রা:) গণ এমনকি, তাবেয়ি বা তাবেতাবেয়িগণের মত করেও কুরআনের জীবন্ত মডেল হয়ে উঠতে পারবেন না, তাদের সে অবস্থানে আসমানের নিচে আর জমিনের ওপরে কোনদিনও কোন মানুষ কখনই, কোনভাবেই পৌঁছতে পারবে না!

তারপরেও এটা সত্য যে, যতদিন না সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রত্যেকে এক একজন আল কুরআনের জীবন্ত ও দৃশ্যমান মডেল হয়ে উঠতে না পারবেন, ততদিন এ উম্মাহর ললাট হতে বর্তমান দুর্যোগ কাটবে না!

আজ তো বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা এক সীমাহীন অপপ্রচারের মধ্যে আপতিত হয়ে রয়েছেন। তারা বিভ্রান্ত হয়ে সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন, এর একমাত্র কারণ হলো, আল কুরআনের জ্ঞান তাদের চিন্তা ও চেতনায় যথাযথভাবে উপস্থিত না থাকা। বিশ্বব্যাপী নিরন্তর নেতিবাচক প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে তারা পথ দেখানোর একমাত্র মোক্ষম উৎস;

www.pathagar.com

কুরআনকে প্রায় বর্জনই করেছে। যারা কুরআন পড়েন, তাদের অধিকাংশ জনই কেবল হরফে দশ নেকির লোভে পড়েন, কুরআনে পথ খোঁজেন না, জীবন পথে চলতে ফিরতে নিত্য সম্মুখীন হওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজেন না।

অথচ একটাবার ভুল করেও যদি তারা কেবল খোলা মন নিয়ে আল কুরআনের কাছে আশ্রয় নিত, তবে নিশ্চিত কুরআন তাদরকে পথ দেখাতো। দেখাতো, কারণ, আল কুরআন পথ দেখায়। পথ দেখানোটাই তার কাজ। চলমান শত কুটিল ও কুশলী অপবাদেও তাদেরকে কেউ পথ প্রাপ্তি থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারতো না। যেমন পারেনি ইংল্যান্ডের এক খ্রিষ্টান যুবক দাউদ মুসাকে।

ইংল্যান্ডের নওমুসলিম দাউদ মুসা বর্তমান বিশ্বের ইসলাম বিরোধী কোনো অপ্রচারেরই বাইরে ছিলেন না, তিনি সেসব বিশ্বাসও করতেন। দাউদ একবার তার এক বন্ধুর মাধ্যমে কুরআনের একটি কপি পেয়ে বাড়িতে নিয়ে তা আলস্যভরে মেলে ধরেন নিজের সামনে। ঘটনাচক্রে সূরা কামারের পাতাটা সামনে ভেসে উঠল, তিনি স্বাভাবিক কৌতূহলবশত প্রথম আয়াতটির ইংরেজি অনুবাদ পড়লেন,

সময় ঘনিয়ে এসেছে, চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে... !

ব্যাস এতটুকুই! অনুবাদটুকু পড়েই তার চোখ চড়ক গাছ! বলে কি? চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়েছে? এটাও বিশ্বাস করতে হবে? এরপরে একটা তাচ্ছিল্যভাব নিয়ে তিনি সেই যে কুরআনখানা রেখে দিলেন, তারপরে কয়েক বছরের মধ্যে তা ধরেনওনি! চোখ তুলেও তাকাননি তার পানে!!

কয়েক বছর পরের ঘটনা। একদিন তিনি ড্রইং রুমে বসে টিভিতে বিবিসি টুতে একটা ডকুমেন্টারি দেখছিলেন। ডকুমেন্টারিটি ছিল আমেরিকার মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা এবং সে খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ নিয়ে।

চাঁদে মনুষ্যযান পাঠাতে আমেরিকা বছরের পর বছর চেষ্টা ও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। শেষপর্যন্ত সে চাঁদে মুনষ্যবাহী রকেটই কেবল নয়, মানুষও পাঠিয়েছে, চাঁদের বুকে উড়িয়েছে আমেরিকার পতাকা। সেখান থেকে মাটি তুলে এনে তা নিয়ে গবেষণাও হয়েছে। মোদ্দাকথা মানুষ চাঁদকে জয় করেছে।

এখন আবার মঙ্গলগ্রহে মানুষ পাঠাতে চাইছে। চাঁদের বুকে মহাকাশ যাত্রীদের জন্য পার্মানেন্ট স্টেশন বানানোর সম্ভাব্যতা যাচাই এবং গবেষণাও

www.pathagar.com

হচ্ছে। এসবের পেছনে আমেরিকা শত শত বিলিয়ন ডলার খরচ করছে, এমন একটা সময়ে, যখন বিশ্বের আনাচে কানাচে কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধা ও রোগে-শোকে মারা যাচ্ছে। এমনকি, খোদ আমেরিকাতেই লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়ে দিনের পর দিন অনাহারে-অর্ধাহারে থাকছে। এসব সত্ত্বেও মহাকাশ খাতে বিশাল অর্থ খরচ করা কি অপচয় নয়?

অনুষ্ঠান উপস্থাপকের এরকম প্রশ্নের জবাবে আলোচকরা বললেন,

না, এটা অপচয় নয়। আমাদের গ্রহকে জানতে হলে, তাকে আরও বেশি করে বুঝতে হলে গবেষণা করতেই হবে, এছাড়া কোন পথ নেই বিশ্বটাকে জানার।

এ সময়েই টিভির পর্দায় ভেসে উঠল চাঁদের বুকের ছবি, যা নাসার ক্যামেরায় ধারণ করা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে লম্বালম্বি রেখা চলে গেছে চাঁদের পুরো বুকটা জুড়ে। দেখে মনে হয় যেন, একটা নদী শুকিয়ে মরা খালের মতো হয়ে রয়ে গেছে।

আলোচকরা উক্ত ছবির বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, বিজ্ঞানীদের কাছে চাঁদের পুরোটা বুক জুড়ে উপস্থিত এই ফাটল একটা বিরাট বিস্ময়। নভোচারীরা এই ফাটল থেকে মাটি তুলে এনে পৃথিবীর ভূ-বিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানীদের দিয়ে গবেষণা করিয়ে দেখেছেন যে, চাঁদের এই ফাটলটা কেবল যে তার বহির্ভাগ জুড়েই বিদ্যমান, তা নয়, বরং চাঁদের গভীরতম প্রদেশ অর্থাৎ এর অন্তর্ভাগ জুড়েই এই ফাটল।

আলোচকদের এই আলোচনা এতক্ষণ দাউদ মুসা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন আর চিপস চিবুচ্ছিলেন। কিন্তু এবারে তার মুখ হা হয়ে আছে, তিনি মুখের চিপস চিবুতে ভুলে গেছেন! মন দিয়ে শুনছেন আলোচকদের কথা আর চোখ দিয়ে যেন গিলে খাচ্ছেন টিভির মনিটরে ভেসে থাকা চাঁদের বুকে ফাটলের ছবিটা! দৌড়ে উঠে গিয়ে শেলফ থেকে কয়েক বছর আগে বন্ধুর দেয়া আল কুরআনের কপিটা আবার হাতে নিয়ে এসে বসলেন।

ততক্ষণে টিভির পর্দা থেকে ছবিটা দূর হয়ে গেছে, সেখানে আলোচক বিজ্ঞানী ও উপস্থাপকের ছবি। তারা এখনও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। উপস্থাপক বড় কৌতূহল নিয়ে বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করলেন, চাঁদের বুকে এমন একটা ফাটল হওয়ার কারণ কী?

বিজ্ঞানীরা উত্তর দিলেন, তাদের বিজ্ঞানীরা গবেষণায় প্রমাণ পেয়েছেন যে, কোন এক কালে চাঁদ যে কোন কারণেই হোক না কেন, দুই ভাগে ভাগ হয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল এবং তা আবার পুনরায় জোড়া লেগে যায়। এই ফাটল সেই ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণেই সৃষ্ট।

দাউদ মুসা নিজের অজান্তেই চিৎকার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাতে তার কুরআনের সেই পাতাটি, যার প্রথম লাইনটির অনুবাদ পড়েই সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিয়ে এই কুরআনকে এতদিনে অযত্নে, অবহেলায় ফেলে রেখেছিলেন! ছুঁয়েও দেখেননি!! আর আজ কিনা বিজ্ঞানীরা এই কুরআনের বাণীটিকেই যথার্থ বলে প্রমাণ দিচ্ছেন নিজেদের অজান্তেই! এত বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করার পরে?

আচ্ছা, আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে যখন কোন রকেট ছিল না, চাঁদে যাওয়ার মত কিংবা ছবি ধারণ করার মত জ্ঞান, প্রযুক্তি ছিল না, ছিল না কোন টিভি, সেদিন আরবের এক উম্মি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কিভাবে জানলেন? আর কিভাবে তা কুরআনে এলো?

কুরআন যদি সত্যিই মনুষ্য রচিতই হবে, তাহলে সেই গ্রন্থে চৌদ্দশত বছর আগেই আজকের এই বিজ্ঞাননির্ভর জ্ঞান কেন? এর একটামাত্র উত্তর যা হতে পারে, তা হলো এই যে, আল কুরআন সত্যিকারার্থেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, যাঁর কাছে এই বিশ্ব মাখলুকাতের সকল জ্ঞান আছে, তাঁর পক্ষ থেকে এসেছে।

দাউদ মুসার চেতনায় এই উপলব্ধিই তাকে সত্যের দিকে ধাবিত করে দিল। যে কুরআন একদিন তাকে সত্য থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, সেই কুরআনই আজ তাকে এক পলকে সত্যের দিশা দিল!

এটাই হয়। চেতনার জগতে যখন সত্য ধরা দেয়, তখন এমনটাই হয়। বিজ্ঞানও সামনেই আছে। দিনরাত টিভি দেখি। বিজ্ঞানও পড়ি। পড়ি কুরআনও, তারপরেও আমাদের চেতনায় বিপ্লব ঘটে না।

অথচ অমুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া, পশ্চিমা সংস্কৃতির উত্তাল সয়লাবে গা ভাসিয়ে দেয়া যুবকও ঘটনাক্রমে যখন কুরআনের কথা শোনে, তখন তার মনেও বিপ্লব ঘটে যায় নিমিষেই! অথচ তার জন্ম, তার বেড়ে ওঠা, তার মন-মানসিকতা, তার বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা সবকিছুই বিপরীত মেরুর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈরীও বটে! তারপরেও সেসব কিছুকেই ছাপিয়ে তার চিন্তায় ঠাঁই করে নেয় এক অনিবার্য পরিবর্তনের আহ্বান, মনোজগতে ঠাঁই করে নেয় এক বিপ্লব!

www.pathagar.com

এমনই এক পরিবর্তনের আহ্বান শুনেছিলেন পিটার বেল, ২৩ বছরের মার্কিন যুবক, পদাতিক বাহিনীর এক সৈনিক। আমেরিকার টেক্সাস থেকে ১৯৯০-এর উপসাগরীয় যুদ্ধে কুয়েত ইরাক সীমান্তে এলেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি তখন পুরোদমে চলছে। প্রাণচঞ্চল, উচ্ছল, উদ্দাম যুবক পিটার এই প্রথম কোন আরব দেশে এসেছেন। আরব জীবনাচার ও সংস্কৃতির ব্যাপারে তার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।

মরুভূমির ধু-ধু প্রান্তরে সামরিক তাঁবুর মধ্যেই কাটাতে হয় তাকে সারাটি দিন। সকালে একবার ও বিকেলে আর একবার কুচকাওয়াজ, শারীরিক ফিটনেস ঠিক রাখতে। তাও সেই জিমনেশিয়ামরূপী তাঁবুর মধ্যে! এখানে না আছে নাইট ক্লাব, না পানশালা, না আছে থিয়েটার, আর না বাস্কেট বল বা স্কি খেলার কোনো সুযোগ!

সময় কাটে না! হাতের কাছে যে দু' চারটি বই ছিল তাও পড়া শেষ। মা, ভাইবোন, গার্লফ্রেন্ড, বন্ধু বান্ধবদের চিঠি লিখে বা লং ডিসট্যান্স কল করে কিছুটা সময় কাটে। সন্ধ্যার পরে জড়ো হয় টিভির সামনে। কিন্তু রাজনীতির নামে বড় বড় বক্তৃতা তার কোনদিনই ভালো লাগে না। সে চায় উদ্দাম, উচ্ছল, ধূম-ধাড়াক্কা জীবন। মাঝে মাঝে টেক্সাসের বড় বড় পাহাড়ঘেরা জনপদ, বার, নাইট ক্লাব ও ডিসকোর স্মৃতি উন্মনা করে তোলে তাকে!

এভাবে চলতে চলতে কয়েকদিনের মধ্যেই তার জীবন বিষিয়ে উঠল। সৈনিক জীবন রোমাঞ্চে ভরা শুনেছিল, কিন্তু বাস্তবে যে পুরো উল্টো!

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ করে তিন-চার জন আরব এলেন তাদের তাঁবুতে। সবার একই রকম ধবধবে সাদা পোশাক, পা পর্যন্ত লম্বা। মাথায়ও বিশেষ ধরনের রুমাল, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো, মাথার উপরে কালো রং বৃত্তাকারের দুটো রিং। দূর থেকে দেখতে চমৎকার লাগে!

এরা কুয়েতি-সউদি নাগরিক। এদের দলনেতা চোস্ত ইংরেজিতে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। খোঁজ-খবর জানতে চাইলেন। আলাপের এক পর্যায়ে এসব মার্কিন সৈন্য যখন জানালো যে, সারাদিন অলস বসে বসে কাটাতে তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে! একথা শুনে দলটির নেতা গোছের একজন বললেন,

'আমরা যদি তোমাদের বই পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি সরবরাহ করি এবং বলে রাখি, এগুলো আমাদের ধর্মবিশ্বাস, আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এসব বিষয়ে নিয়ে রচিত, তোমরা কি পড়তে প্রস্তুত?

www.pathagar.com

তোমরা চাইলে আমরা তোমাদের সেইসব বই-পুস্তক দিতে পারি, হতে পারে যে, তোমাদের অলস সময় কিছুটা হলেও কাটানোর একটা উপলক্ষ হয়তো পাবে। নেবে কি?'

ভদ্রলোকের কথায় যুক্তি আছে। তাছাড়া বাস্তবিকই সময় কাটানোটা এখানে এখন একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব নতুন কিছু জানতে দোষ কি? অন্তত নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলিতো সমৃদ্ধ হবে! অতএব একদল মার্কিন সৈন্য সানন্দে রাজি হয়ে গেল। আরব ভদ্রলোকেরা তখনই কিছু বই পুস্তক ধরিয়ে দিলেন এবং নিয়মিত আরও সরবরাহের আশ্বাসও দিলেন।

এই প্রতিনিধিদলটি ছিল কুয়েতের বিখ্যাত ইসলাম প্রচার সংস্থা, আইপিসির, যাঁরা ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল হয়ে যাওয়ার পরে সউদি আরবের বিভিন্ন শহরে বসেই তাদের প্রচারকাজ চালাচ্ছিলেন, তাদেরই একটা দল।

প্রতিনিধিদলটি সোৎসাহে মার্কিন সৈন্যদের তাঁবুতে এ জাতীয় পুস্তিকা, লিটারেচার সরবরাহ চালু রাখলেন। প্রথম প্রথম খুব বেশি পাঠক পাওয়া না গেলেও অচিরেই দেখা গেল এসব বই পত্রের চাহিদা দ্রুত বেড়ে গেল এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মার্কিন-ফরাসি সৈনিক এসব বই পড়ছে নিয়মিত। তারা যে এগুলো যথেষ্ট মনোযোগের সাথেই পড়ছে, তা বোঝা যায় যখন পরবর্তী কোন সাক্ষাতেই প্রতিনিধিদলটিকে তাদের মনে জমে থাকা বিভিন্ন প্রশ্ন করে, আরও বিস্তারিত জানতে চায়। আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, কেয়ামত, নামাজ, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে হরেক রকমের প্রশ্ন!

তাদের আগ্রহ দেখে প্রচারকরা বললেন, তোমরা কি চাও কোন এক্সপার্টের মুখে তোমাদের এসব প্রশ্নের উত্তর শোন? যদি চাও তবে আমরা সে ব্যবস্থাও করতে পারি!

সৈনিকরা সমস্বরে আওয়াজ তুলে বলল, যদি পারো তবে তাই করো। ঠিক হলো, মাসে একদিন কোনো প্রথিতযশা এক্সপার্ট দিয়ে তাদের এসব প্রশ্নের জবাব দানের ব্যবস্থা করবে আইপিসি কর্তৃপক্ষ।

এরপরে তাই চলল, মাসের একটি দিন আধা ঘণ্টা বিরতিসহ মোট তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠান। বক্তারা ইসলামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এক ঘণ্টার বক্তৃতা দেন, তার আলোকে আধা ঘণ্টার বিস্তারিত ব্যাখ্যা, আধা ঘণ্টার বিরতি আর এর পরে আবার এক নাগাড়ে দেড় ঘণ্টার বিরতিহীন প্রশ্নোত্তর।

কিন্তু দু'মাস না যেতেই সমস্যা দেখা দিল। বর্তমান লেখার নায়ক পিটার

www.pathagar.com

বেলসহ সমবয়স্ক একদল সৈন্য দাবি জানিয়ে বসল তাদের জন্য মাসে একবার যে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। তারা অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য জেদ ধরে বসল। বাচ্চাদের মতো অনুনয় বিনয় আরম্ভ করল।

অবশেষে স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে আইপিসি প্রতি সপ্তাহেই এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন, তবে সময় কমিয়ে দেড় ঘন্টা করা হলো। দেখতে দেখতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়ে গেল অস্বাভাবিকভাবে! ধু-ধু মরুভূমির বালুকাময় প্রান্তরে সামরিক তাঁবুতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল মাদরাসা, শেখানো হয় ইসলাম কিন্তু ছাত্র সকলেই অমুসলিম!

মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. জগলুল নাজ্জার এলেন একবার আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। তিনি পরপর দুই সপ্তাহ আলোচনা উপস্থাপন করলেন মার্কিন সৈন্যদের উদ্দেশে। আলোচনার বিষয়, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক।

অত্যন্ত তথ্য ও যুক্তিনির্ভর এ আলোচনায় ড. জগলুল তার বক্তব্য তুলে ধরলেন। জবাব দিলেন প্রতিটি প্রশ্নের। অনেকে অনেক প্রশ্ন করল। পিটার বেল এক কোনায় বসে মন দিয়ে শুনছিল। একটা কথাও বলেনি সে। একটা প্রশ্নও করেনি। তবে এমনভাবে বসে আছে যেন পৃথিবীর আর কোনো কিছুর প্রতিই তার কোনো খেয়াল নেই! এবার সে শান্তভাবে উঠে দাঁড়ালো, সরাসরি ড. জগলুলকে প্রশ্নটি করল,

জনাব, আপনি কি নিশ্চিত যে, কোনো কিছুই মৃত্যুর পরে হিসাবের বাইরে রইবে না?

প্রফেসর জগলুল আলোচনায় বেশ যুক্তি দিয়ে, কুরআন থেকে দলিল চয়ন করে বলেছিলেন, আমরা মুসলমান বা খ্রিষ্টান বা ইহুদি বা অন্য যে কোন ধর্মেরই হই না কেন, মৃত্যুর পরে যে জীবন, সে জীবনে আমাদের সকলের এ জগতে করে যাওয়া সকল কাজ ও কথার যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিতে হবে। তিনি তার হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি উঁচিয়ে অত্যন্ত জোরের সাথেই বলেছিলেন,

Nothing will go unaccounted for!

এই কথাটিই পিটারের মনে আলোড়ন তোলে। সেই দিনই পিটার বেলসহ ষোলজন মার্কিন সৈন্য তাদের নাম তালিকাভুক্তি করে এবং এক সপ্তাহের

www.pathagar.com

মধ্যেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান হয়ে যায়। পুরো প্রথম গালফ ওয়ারের প্রায় এগারো মাস সময়কালে কুড়ি হাজারেরও বেশি মার্কিন ও ফরাসি সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করে! এদের অধিকাংশই মার্কিন সৈন্য।

এর পরে সময়ের পরিক্রমায় এক সময় পিটার তার দেশ আমেরিকায় ফেরত চলে যায় যুদ্ধ শেষে। ব্যস্ত হয়ে পড়ে যুদ্ধোত্তর সময়কালে তার নতুন জীবন নিয়ে। ড. জগলুল ব্যস্ত তার নিজের দাওয়াতি মিশন নিয়ে। কারো সাথেই কারো কোনো প্রকার যোগাযোগ নেই। কেউই কারো কোন খবরও রাখেন না। এভাবেই চলে যাচ্ছিল দিন।

১৯৯৮ সালে হঠাৎ করে ড. জগলুলের হাতে একটি চিঠি আসে। টেক্সাস থেকে আঃ সালাম বেল নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। ১৯৯০ সালে ধর্মান্তরিত পিটার বেলই আজকের আঃ সালাম বেল! তার চিঠির সারাংশ হলো, টেক্সাসে ফিরে তিনি এখনও আল্লাহ্‌র রহমতে মুসলমানই আছেন, অনাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক ও পারিবারিক চাপ সত্ত্বেও! তার দীর্ঘ প্রচেষ্টায় তার মা, ভাই-ভাবীসহ কিছু পাড়া-প্রতিবেশী ইসলাম সম্বন্ধে মনোযোগ সহকারে শুনতে প্রস্তুত।

ড. জগলুল যদি একবার দয়া করে টেক্সাসে তার অতিথি হন, সেই আট বছর আগে মরুভূমির বুকে দেয়া সেই বক্তব্যটাই আবার তুলে ধরেন, তাহলে হয়ত কোন বিস্ময়কর ফল ঘটতেও পারে! বেশ কয়েকটি ই-মেইলও এলো একই আহ্বান নিয়ে! যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতিও দেয়া হলো সেই সব চিঠি কিংবা মেইলে!

বারবার অনুরোধের ফলে ড. জগলুল সময় করে নিলেন তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও। ১৯৯৮ সালের ৩রা নভেম্বর সেখানে গেলেন। ভালো করে চেহারাও মনে নেই, আট নয় বছর আগে দেখা যুবকের। অনেক চেষ্টা করেও তিনি তার চেহারা মনে করতে পারলেন না। তাই তিনি টেক্সাসে যখন আঃ সালামকে দেখলেন, তখন একটু অবাকই হলেন! লাল টুকটুকে চেহারা, থুতনির নিচে কয়েকটা লালচে দাড়ি। ধীর স্থির আঃ সালাম খুশিতে আটখানা হয়ে একে একে সবার সাথেই ড. জগলুলকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'ইনি সেই প্রফেসর! যাঁর কাছে আমি ইসলাম শিখেছি!'

তাঁর মা ড. জগলুলকে জানালেন,

'আমার দুই ছেলের মধ্যে ঐ সবচেয়ে ছোট, কিন্তু খুব দুষ্ট, দুরন্ত ছিল!

www.pathagar.com

তাঁদের সেই বেয়াড়া, দুরন্ত সদা উচ্ছল পিটার কিভাবে বদলে গেল! সব সময় যেন সে এক গভীর ভাবাবেগের মাঝে নিবিষ্ট হয়ে থাকে। সবার মাঝে থেকেও সে যেন সবার থেকেই আলাদা! দেখলে মনে হবে যেন ওর মাথায় কোনো পাখি বসে আছে, নড়লেই উড়ে যাবে!

ভাই বললেন,

'কত করে বুঝালাম, কত ভয় দেখালাম, কত প্রলোভন! কিন্তু সে অনড় অটল! জবাব দিল, তোমাদের অসুবিধা হলে বলো আমি অন্যত্র চলে যাই কিন্তু আমাকে ইসলাম ছাড়তে বলো না! বাপমরা আমার বড় আদরের ছোট ভাই, চোখের আড়াল হয়ে দূরে চলে যাক, তা চাইনি, তাই ওকে ওর রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছি!

তবে প্রফেসর, স্বীকার করতেই হবে যে, সে চমৎকার একটা মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে! আমরা তাকে দেখি, আর অবাক বিস্ময়ে থ হয়ে যাই!

তার প্রাক্তন এক বান্ধবীর সাথে পরিচিত হলেন ড. জগলুল। সে বললো,

'জানো প্রফেসর, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সে আমার দিকে আজ পর্যন্ত চোখ তুলে তাকায়নি! আমি তাকে অতীতের মত আবার ডেটিংয়ে ডাকলে সে খুব ভদ্রভাবে তা এড়িয়ে গেছে। বলেছে,

'আমার সে জীবন নয়, আমি সে পথের যাত্রী নই! আমাকে ক্ষমা করো, আর কখনোই আমাকে এ পথে ডেকো না! ভুলে যাও সে সব কথা, আর যদি ভুলতে না পারো বা না চাও, তবে অন্তত পক্ষে আমাকে তা ভুলে যেতে দাও!

মনে রেখো, এই জীবন, উদ্দামতার নামে এই উচ্ছৃঙ্খলতা এটা পাপ, এটা অন্যায়। এই সব কাজ আর কথার একদিন জবাব দিতে হবে। তোমাকে একদিন এ জীবনে করে যাওয়া প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথার কৈফিয়ত দিতে হবে। মনে রেখো, জীবনের এক একটি মুহূর্ত কিভাবে, কোন কাজে ব্যয় করেছ, তা ব্যাখ্যা করতে একদিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে, পার পাবে না! Nothing will go unaccounted for!

কি অদ্ভুত পরিবর্তন!

প্রফেসর জগলুল মোট এগারো দিন থাকলেন। এর মধ্যে টুকিটাকি আলোচনা ছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে মোট তিন দিন ইসলামের উপরে লেকচার ও প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে।

www.pathagar.com

বর্তমান কালে বিভিন্ন মিডিয়ার বদৌলতে পশ্চিমা সমাজে ইসলাম নিয়ে যেসব বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে, তারও জবাব দিতে হয়েছে তাঁকে। তিনি তাঁর সমস্ত জ্ঞান আর দক্ষতা দিয়ে এক এক করে তাদের সামনে যুক্তিনির্ভর জবাব ও সে সবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন এই কয়দিনে।

অষ্টম দিনে আ: সালামের মা, ভাই-ভাবীসহ তার বন্ধু বান্ধবদের মধ্য থেকে মোট চব্বিশ জন মার্কিন, ইংরেজ খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করলেন।

প্রফেসর জগলুলের নিজ মুখে এ কাহিনী শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। আমার এই বিস্ময়কে তিনি শঙ্কায় পরিণত করলেন যখন বললেন,

'তেইশ বছরের এক খ্রিষ্টান যুবক, মৃত্যুর পরে একদিন তার প্রতিটি কর্মের জবাবদিহি করতে হবে জেনে ভীত হলো! শত প্রলোভন, ভয়-ভীতি, চাপ সহ্য করেও তার নতুন ধর্মমতের উপরে টিকে রইল, মুসলমানই রইল, নিষ্ঠাবান মুসলমান! একটা প্রচণ্ড বৈরী সমাজে বাস করেও সকল বৈরিতাকে মোকাবেলা করেও সে নিজ ধর্মমতের উপরে টিকে রইল। এরকম উঠতি বয়সের একজন যুবকের জন্য এটা কি কম বড় পরিবর্তন?'

ড. জগলুল কিছুক্ষণ থামলেন। নীরবে কেবল চেয়েই রইলেন। মনে হলো তিনি বোধ হয় পিটারের পরিবর্তনটা কতটা ব্যাপক, কতটা বিস্ময়কর, সে কথাটাই আরও ভালো করে বোঝার সময় দিতে চান আমাকে! এভাবে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থাকার পরে আবার নিজে থেকেই শুরু করলেন,

'তার পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়ে তার নিকটাত্মীয়, তার বন্ধু-বান্ধব, একই সমাজের আরও চব্বিশ জন মুসলমান হলো! একটাবার চিন্তা করে দেখেছ কি, ইসলাম তার আচার-আচরণ জীবন আর জীবনযাত্রায় কি গভীর ছাপ ফেলেছে? যা কেবল তাকেই নয় বরং তার আশপাশে এতগুলো লোককেও আকৃষ্ট করেছে, তাদেরকে ইসলামের দিকে টেনে এনেছে! সে নিজেই আমাকে বলেছে,

'প্রফেসর, সেই মরুভূমিতে তাঁবুর মধ্যে বসে তোমার কাছে জেনেছিলাম যে, প্রত্যেকটি কাজের জবাব দিতে হবে, দিতেই হবে! এরপর থেকে আজও আমার ভয়ে বুক কাঁপে! ভাবি হায়, আমার যদি জন্মই না হতো!'

ড. জগলুল তার মুখ ঘুরিয়ে আবারও সরাসরি আমার দিকে চাইলেন, চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন,

'বলতে পারো, আমরা মুসলমান হয়ে জীবনে কতবার কুরআনে পড়েছি, আলেমদের কাছে শুনেছি যে, মৃত্যুর পরে আমাদের সকল কাজের জবাব

www.pathagar.com

দিতেই হবে, তারপরেও কি আমাদের বুক কেঁপেছে ভয়ে? আমরা কি সত্যিই ভীত হয়েছি? কোন পরিবর্তন কি এসেছে আমাদের জীবনে?

কথাগুলো বলে ড. জগলুল তার সুতীক্ষ্ণ চোখ দু'টি নিয়ে আমার দিকে চেয়েই রইলেন। মনে হয় তার এই বিস্ময়াভিভূত শ্রোতাকে কিছুটা ভাববার সময় দিচ্ছেন। আসলেই আমি বিস্ময়ে বিমূঢ়, নির্বাক! মুখটা একটুখানি এগিয়ে এনে তিনি আবার বলে উঠলেন,

'মনে রেখো, এর জবাবও আমাদেরকে দিতে হবে! Nothing will go unaccounted for!

একটি মাত্র কথা, একটিমাত্র সতর্কবাণী, আল কুরআনের একটিমাত্র ঘোষণা, পশ্চিমা সংস্কৃতির ঘৃণিত সয়লাবে গা ভাসিয়ে দেয়া টগবগে এক যুবকের মনোজগতকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে, বদলে দিয়েছে চিরদিনের মত! তার চিন্তা চেতনাতেই কেবল ইসলাম ফুটে ওঠেনি, ইসলাম তার সকল সৌন্দর্য নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে তার আচারে আচরণে, তার কাজে আর কথায়। আর তা আকৃষ্ট করেছে তারই পরিবারের সদস্যদের, তার নিকটজনদের।

দুঃখের বিষয়, লজ্জা আর অনুতাপের বিষয় আমরা যারা জন্মগত ও বংশপরম্পরায় মুসলমান, আমাদের চরিত্রে, আচার-আচরণে ইসলাম ফুটে না উঠলেও ঠিকই তা ফুটে ওঠে ভিন্নধর্ম, ভিন্ন পরিবেশে জন্ম নিয়ে বেড়ে ওঠার পর জীবনের একটা পর্যায়ে এসে ভাগ্যক্রমে, জেনে বুঝে এবং পরিবার, সমাজ ও জীবনের অবারিত, সহজলভ্য সুযোগ সুবিধা সব ছেড়ে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া নওমুসলিমদের চরিত্রে। তাদের দৈনন্দিন কথা আর কাজে, তাদের আচার আর আচরণে, তাদের বোধে আর বিশ্বাসে।

ইসলাম তার সকল আলোকচ্ছটা নিয়ে ফুটে বেরোয় তাদের সাড়ে তিন হাত শরীরের প্রতিটি ইঞ্চির পরিসীমায়! আর এই আলোকচ্ছটার আভায় রঙিন হয়ে ওঠে ঘটনাক্রমে তাদের সান্নিধ্যে আসা মানুষগুলোর মন।

এমনই একজন সৌভাগ্যবতী ছিলেন এক ইংরেজ নারী! কোনো 'আল্লামা' বা 'হাদিয়ে জামান' কিংবা কোনো 'আমিরে শরিয়ত' 'কুতবে মিল্লাত' অথবা 'আশেকে রাসূল' কিংবা 'পীর বাবা'র রক্তগরম করা অগ্নিঝরা বক্তব্য শুনে নয়, কিংবা রাত জেগে উত্তপ্ত বাহাসের কারিশমাতেও নয়, বরং নিরেট এক অতি সাধারণ (!), অসুস্থ ও পঙ্গু, মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ নওমুসলিমের

www.pathagar.com

আচার আচরণ দেখে, প্রাত্যহিক জীবনাচারে বৃদ্ধের মনের গহিনে পোষিত ঈমানের উত্তাপ দেখেই তিনি ইসলাম চিনেছিলেন, আল্লাহকে চিনেছিলেন এবং আমৃত্যু ইসলামের ওপরে অবিচল ছিলেন।

চলুন, উক্ত ইংরেজ মরহুমা যুবতীর জবানীতেই শুনি তার নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা। পাশাপাশি সেই নওমুসলিম বৃদ্ধের ঈমানের গভীরতা কতটা ছিল, সে ব্যাপারে একটা মোটামুটি চিত্রও পাওয়া যাবে তার সে বর্ণনার মধ্যে।

আমার নাম ক্লেয়ার, ২৩ বছর বয়সের একজন ইংরেজ যুবতী, পেশায় নার্স, সবেমাত্র ইউনিভার্সিটি থেকে নার্সিং গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বেরিয়েছি। একটা চাকরির খুব প্রয়োজন। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চাকরির আবেদন করে অপেক্ষা করছিলাম ইন্টারভিউয়ের জন্য। এরই মধ্যে এক এজেন্সি থেকে ডাক এলো নার্সিং হোমের জন্য নার্স প্রয়োজন। রাজি হয়ে গেলাম এবং কাজও শুরু করলাম।

প্রথম দিনই আমাকে আমার রোগীর ব্যাপারে সমস্ত তথ্য ও কেয়ার প্ল্যানগুলো দেয়া হলো। রোগী প্রায় ৮০ বছরের একজন ইংরেজ বৃদ্ধ, যিনি বার্ধক্যজনিত রোগ এবং সেইসাথে স্মৃতিভ্রম তথা Dementia-য় আক্রান্ত হয়ে অনেকটা পঙ্গু। প্রথম পরিচয়েই শরীরের একটি পাশ অবসাদে দুর্বল, সৌম্যদর্শন স্বল্পভাষী এ প্রৌঢ়ের প্রতি কেমন একটা মায়া জন্মে গেল। তিনি সাদা চামড়ার ইংরেজ হলেও কয়েক বছর আগে ধর্মান্তর করে মুসলমান হয়েছেন।

তথ্যটি জানার পর আমি এটা ধারণা করে নিয়েছিলাম যে, তার চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ নিয়ম নীতির মুখোমুখি হতে পারি, তবে সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা ছিল না। তার জীবনযাত্রা ও হালাল খাবার দাবারের ব্যাপারে একটা ধারণা পেলাম কিছু পড়াশোনার মাধ্যমে। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে তার বিশেষ জীবনাচার, হালাল খাবার, পানীয় ও পারসোনাল হাইজিনের ব্যাপারে কঠোর নজর রাখলাম।

আমার অন্যান্য সহকর্মীরা (কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট) ভেবেই পাচ্ছিলেন না, ডিমেনশিয়া আক্রান্ত একজন বৃদ্ধের জন্য এত ব্যতিক্রমতায় ভরপুর আয়োজন কেন? কিন্তু আমার বিশ্বাস, একজন মানুষ যখন জন্মসূত্রে পাওয়া নিজ ধর্মকে ত্যাগ করে নতুন কোনো ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন সেই নতুন ধর্মের প্রতি স্বভাবতই তিনি নিষ্ঠাবান হন। এ বিশ্বাস থেকেই বৃদ্ধের ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষায় দৃঢ় থাকলাম। এভাবেই চলতে থাকলো।

www.pathagar.com

কিছুদিনেই লক্ষ্য করলাম, বৃদ্ধ কেমন যেন আচরণ করেন, বিশেষ ধরনের শারীরিক মুভমেন্টও করেন। আমি এর কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না, বুঝতেও পারলাম না। ডিমনেশিয়া আক্রান্তরা রোগের ব্যাপকতা অনুযায়ী কখনও কখনও পুরোপুরি স্মৃতিভ্রম হয়ে পড়েন।

সবকিছুই তারা ভুলে যান, এমনকি তার নিজের আত্মীয়-স্বজন, বাড়িঘর-ঠিকানা, পরিবার-পরিজন সব কিছুই! তারা যখন যা দেখেন, সে সবের মধ্য থেকে কোনো আচার-আচরণ, কোনো কথাবার্তাকে কপি করেন এবং তা বার বার রিপিট করে চলেন নিজেদের অজান্তেই।

আমার রোগীর ডিমেনশিয়াও মারাত্মক ধরনের অগ্রসর পর্যায়ের। তিনি সবকিছুই ভুলেছেন, তার স্মৃতিশক্তি নেই বললেই চলে। তাই ভাবলাম কোথাও কারো আচরণের কোনো বিশেষ ধরনটাকে তিনি অনুকরণ ও বার বার রিপিট করছেন নিজের অজান্তেই।

এমনটা ভেবে প্রথম প্রথম তার এই অদ্ভুত আচরণ ও শারীরিক মুভমেন্টকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আরও কিছু আমার নজরে পড়তে শুরু করলো; তিনি এই বিশেষ আচরণ ও শারীরিক মুভমেন্টগুলো করেন দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ে; সকালে, দুপুরে, পড়ন্ত বিকেলে, সন্ধ্যায়, সন্ধ্যার পরে এবং তা প্রতিদিনই ঐ এই সময়গুলোতেই।

দুর্বোধ্য শারীরিক মুভমেন্ট, নড়াচড়া! হাত উপরে তোলা, কুঁজো হওয়ার মত করে নত হওয়া, মাথা মাটিতে ঠেকানো, সেই সাথে দুর্বোধ্য কোনো ভাষায় কিছু আওড়াতেন জড়িয়ে যাওয়া কণ্ঠে, যার কিছুই বুঝতাম না।

অথচ তার নিজের এবং আমার; আমাদের উভয়ের মাতৃভাষা ইংরেজি! কেমন যেন অদ্ভুত ভাষা, শুনতেও অদ্ভুত! জড়িয়ে যাওয়া কণ্ঠে তিনি প্রতিদিনই প্রায় একই কথা বার্তা একই ভঙ্গিতে আওড়াতেন।

আরও একটা বিষয় আমাকে বিস্মিত করেছিল। আমি আমার কাজ-কর্ম, লেখালেখি সব কিছুই বাম হাতে করতে স্বচ্ছন্দবোধ করি সেই জন্মলগ্ন থেকেই। কখনও আমার রোগী এই বৃদ্ধকে বাম হাতে কিছু খাওয়াতে গেলে তিনি তা খেতেন না, মুখেও নিতেন না!

কেমন যেন অদ্ভুত সব ঠেকে আমার কাছে! আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিল; আচ্ছা, এসব আচার আচরণ কি ঐ বৃদ্ধের ধর্ম; ইসলামের সাথে সম্পর্কিত?

এরকম প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে শেষ পর্যন্ত ইউটিউব-এর আশ্রয় নিলাম। সেখানেই কেউ একজন মুসলমানদের নামাজ আদায় করার নিয়ম-

www.pathagar.com

নীতি দেখিয়ে একটা ভিডিও পোস্ট করেছে; তা দেখেই প্রথম তাদের নামাজ সম্বন্ধে জানলাম।

ওটা দেখেই বুঝলাম, আমার বৃদ্ধ রোগী প্রতিদিন একই সময়ে বিশেষ ধরনের যে শারীরিক মুভমেন্টগুলো করেন, সেগুলো আসলে মুসলমানদের নামাজ!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ! মাথার ভেতরে যে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছিল বারবার সেটা হলো, একজন ডিমেনশিয়া আক্রান্ত রোগী, যিনি নিজের ঘর-সংসার, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার নামটি পর্যন্ত ভুলেছেন, নিজের সমাজ-সভ্যতা, দেশটাও ভুলেছেন, সেই তিনিই ভিন্ন ভাষায় এই নামাজ সময়মত আদায় করাটা ভোলেননি? ভোলেননি ভিন্ন ভাষার কিছু টেক্সট, যা প্রতিদিনই নামাজে বিড় বিড় করে আওড়ান! নামাজের সময়গুলোও তিনি ঠিক ঠিক মনে করতে পারেন!

এটা কিভাবে সম্ভব? যতই ভাবি, ততই আমার মাথা যেন গুলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, এসব প্রশ্নের কোনো কূলকিনারা করতে পারি না। তবে নিজ ধর্মের প্রতি বৃদ্ধের একাগ্রতা আর নিষ্ঠা দেখে তার প্রতি আমার মায়া আরও বেড়ে গেল।

আমি তার পরিচর্যার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হলাম। তার ধর্মানুভূতিকে যেন যথাযথ সম্মান করতে পারি, আমার কোনো কাজে যেন বৃদ্ধের ধর্মানুভূতিতে আঘাত না লাগে সে জন্য ইউটিউবের লিংকগুলো নিয়মিত দেখতে থাকলাম। একবার সেখান থেকেই আমি কুরআনের একটা অংশ, যেখানে মৌমাছি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আমার আইপ্যাডে রেকর্ড করে নিলাম ও বৃদ্ধকে তা শোনালাম।

তিনি তা শুনলেন, তার মাঝে এক অবিশ্বাস্য ধরনের পরিবর্তন হলো! তিনি কখনও হাসলেন, কখনও বা কাঁদলেনও। আমি আরও একবার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লাম। ভিন্ন ভাষার কিছু বাক্য ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত স্মৃতিভ্রষ্ট একজন মানুষের মনে এত ব্যাপক রিঅ্যাকশন করে কিভাবে?

ইউটিউব থেকেই কিছুদিনের মধ্যে আরও একটি গ্রুপের খবর পেলাম, যারা অনলাইনে ইসলাম সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়, তাদের সাথে যোগ দিলাম। এতদিন আমার রোগীর জন্য তার ধর্মবিশ্বাস ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানার চেষ্টা করেছি, তাকে উত্তম কেয়ার ও চিকিৎসা দেয়ার জন্য, কিন্তু আজ যেন আমার নিজের মনের কৌতূহল মেটাতেই ইসলাম

www.pathagar.com

জানতে ইচ্ছা করছে!

আমার বাবা কে? তা জানতাম না, তাকে কখনও দেখিনি, নামও শুনিনি। মা সেই তিন বছর বয়সেই মারা গেছেন। ছোট এক ভাই আর আমি। আমরা মানুষ হয়েছি আমাদের নানা-নানির কাছে, তারাও উভয়ে প্রায় বছর চারেক আগে মারা গেছেন। এখন আমি আর ছোট ভাইটি, আমরা দু'জন ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। সেও থাকে ভিন্ন এক শহরে। আমাদের কোনো সমস্যা নেই। নিজেকে সুখীই ভাবতাম।

কিন্তু এই বৃদ্ধের নার্সিং করতে এসে মনে হলো; জীবনের কোথাও যেন একটা শূন্যতা রয়ে গেছে। রয়ে গেছে এক বিরাট অপূর্ণতাও! জীবনে শান্তি আর প্রশান্তির যে অপূর্ণতা, সেটার অভাব বোধ করলাম এই প্রথম। আমার রোগীর কথা মনে পড়ে বারবার। এই বৃদ্ধ এত ভয়ঙ্কর একটা অসুখে ভুগেও কি প্রশান্ত! কি তৃপ্ত! জীবনে এই প্রথম আমি কারো মতো হতে চাইলাম, ঐ বৃদ্ধের মতো। তার মতো শান্তি, তৃপ্তি আর প্রশান্তিতে ভরপুর একজন মানুষ হওয়ার বড় আগ্রহ জাগলো!

আমি ইসলাম চিনতাম না, জানতামও না। এই রোগীর পরিচর্যা করার আগে জীবনে কোনো দিন কোনো মুসলমানের সংস্পর্শেও আসিনি। আল কুরআনের কোনো বাণীও কোনো দিন শুনিনি। তাই আমি অনলাইনের ঐ সাইটে প্রায়ই বসি, ওদের সাথে যোগ দেই মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রশ্নও করি।

একদিন এক মহিলা আমাকে আমারই এলাকার কয়েকটি মসজিদের ঠিকানা দিলেন। সময় করে একদিন সেখানেও গেলাম। যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে দলবদ্ধভাবে নামাজ আদায় করলো তারা। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। দু'চোখ ভিজে গেল অশ্রুর ধারায়! কোনো মতেই তা ঠেকাতে পারলাম না।

অনেকের সাথেই কথা বললাম, দু-একটা প্রশ্ন করেছি। তারা খুব সুন্দর করে জবাব দিলেন। ইমাম ও তার স্ত্রীও আমার সাথে কথা বললেন। তারা খুব সুন্দর ব্যবহার করলেন। কিছু বই এবং টেপ উপহার দিলেন।

এই একটা বিষয় সেই প্রথম থেকেই খেয়াল করছি। অন লাইনে কিংবা সরাসরি সাক্ষাতে ওদের যখন প্রশ্ন করি, তখন তারা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের এমন যুক্তিপূর্ণ জবাব দেন যে, তা না মেনে কোনো উপায়ই থাকে না। তাদের এই আচরণ আমাকে এর পর বহুবার টেনেছে মসজিদ পানে। প্রতিবারেই মুগ্ধ হয়ে ফিরেছি।

www.pathagar.com

একদিন অনলাইন আলোচনা চলছে। আমিও উপস্থিত। আজ কেবল আলোচনা ও অন্যান্যদের প্রশ্ন আর সে সবের উত্তর শুনলাম। নিজে কোনো প্রশ্ন করিনি, কোনো মন্তব্যও করিনি।

একজন আলোচক প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন; আমার কোনো প্রশ্ন আছে কি না। বললাম না, নেই, আলোচিত সব বিষয়গুলোই আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে এবং আমি সেগুলোর সাথে একমত। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন; তা হলে কোন বিষয়টা আপনাকে ইসলামের ঘোষণা দিতে বাধা দিচ্ছে?

অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। তাই তো! আলোচিত প্রতিটি বিষয়কেই যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। আমি সে সবের প্রতিটি বিশ্বাসও করি, তা হলে কোন বিষয়টা আমাকে বাধা দিচ্ছে ইসলামের ঘোষণা দিতে?

পরদিন ভোরে উঠে আবার গেলাম সেই মসজিদে। ওদের দেখলাম তারা ভোরের নামাজ পড়লো। আমি মন ভরে তা দেখলাম। বাইরে এসে ইমামও আমাকে সেই একই প্রশ্ন করে বসলেন। আমার কাছে এর কোনো উত্তর নেই, কী জবাব দেবো? নিশ্চুপ ফিরে এলাম।

এর পরে একদিন আমার কর্মক্ষেত্রে রোগী, সেই বৃদ্ধকে একদিন খাওয়াচ্ছিলাম। এমন সময়ে তার চোখে চোখ রাখলাম। আচমকা মনের ভেতরে নিজের কাছেই বিষয়টা ধরা দিলো; এত রোগী থাকতে এই বৃদ্ধের নার্সিংয়ের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপলো কেন? এর মধ্যে কি কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে? কারো বৃহত্তর কোনো পরিকল্পনা কি রয়েছে এর পেছনে?

পরদিনই আবার গেলাম মসজিদে। আজ আর কোনো দ্বিধা নেই, জড়তাও নেই। ইমামকে সরাসরি বললাম; আমি শাহাদার ঘোষণা দিতে চাই। তিনি আমাকে সাহায্য করলেন শাহাদা ঘোষণা দিতে। আমি উচ্চারণ করলাম সেই মহান বাণী, ঘোষণা দিলাম;

আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

আহা! কি যে প্রশান্তি! কি যে একটা খুশির অনুভূতি সারাটা মনের ভেতরে বয়ে গেল, তা বোঝানোর মত কোনো ভাষা আমার জানা নেই।

ওখান থেকে বেরিয়েই ছুটলাম আমার সবচেয়ে আপনজনকে খবরটা দেয়ার জন্য। না, আমার ছোট ভাইটিকে নয়। আমার রোগী, সেই বৃদ্ধকে!

তার ঘরে ঢুকেছি মাত্র, মুখ খোলার আগেই তিনি আমাকে দেখে হেসে উঠলেন! অথচ তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু!

www.pathagar.com

বরাবরের মত আবারও বিস্মিত হলাম! সেদিন তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অঝোরে কেঁদেছি। অনেকক্ষণ কেঁদেছি। আনন্দে, কৃতজ্ঞতায়। তিনিও কেঁদেছেন। এই লোকটা আমার জীবনে এক বিস্ময়ের পর বিস্ময় জন্ম দিয়ে গেছেন কেবল!!

সেদিনই আমি অনলাইনে লগ-ইন করলাম আরও একবার। অনলাইন বন্ধুদের জানালাম আমার মুসলমান হওয়ার কথা। ওদের সাথে সবাই মিলে আরও একবার শাহাদা পড়লাম। তারা সবাই অপরিচিত নারী-পুরুষ। তারপরেও তারা আমাকে নিজের বোনের মত করে আপন করে নিলেন, যেন আমার সত্যিকারের ভাই-বোন।

আমার ছোট ভাইটিকেও জানালাম। সে খুশি না হলেও বলল;

'তোমার জীবন, তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছো, আমার কিছু বলার নেই, তবে ভাই হিসেবে তোমার যে কোন প্রয়োজনে আমাকে পাশে পাবে।'

এর চেয়ে বেশি আর কিইবা চাইতে পারতাম? আমি ওতেই খুশি।

আমার মুসলমান হওয়ার মাত্র একটি সপ্তাহের মধ্যেই আমার সেই বৃদ্ধ রোগী ইন্তেকাল করলেন। শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আমি তার পাশেই ছিলাম। কী প্রশান্তিময় মৃত্যু! তিনি কেবল আমার রোগী-ই ছিলেন না। তিনি আমার বাবার মত ছিলেন!

নিজের বাবাকে জীবনে কোনো দিন দেখিনি, নামটাও তার জানি না। তাকেই বাবার আসনে বসিয়েছিলাম। তিনি কেবল একজন বাবাই ছিলেন না। তিনি আমার ইসলামের উসিলা ছিলেন।

তার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আল্লাহর ওপরে তার যে ঈমান আর আস্থা ছিল, তার যদি কণাটুকুও আমি পাই, তাতেই আমি খুশি। এর বেশি কিছু চাই না। যতদিন বাঁচি, তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেই থাকবো; আল্লাহ যেন তার প্রতি দয়া করেন।

(এই বোনটির আসল নামটি এখানে বদলে দেয়া হয়েছে। তিনি বিগত ২০১০ সালের অক্টোবরে অল্প বয়সেই ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তার ছোট ভাইটিকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তার আদরের ছোট ভাইটিও আল্লাহর রহমতে আজ মুসলমান। –লেখক)

ইসলামের নিয়মনীতি আর প্রাত্যহিক জীবনে এর অনুশাসনগুলো পালনে নিষ্ঠা আর একাগ্রতা দেখে কেবল আমাদের ক্লেয়ারই নন, এ বিশ্বে লক্ষ লক্ষ

www.pathagar.com

মানুষের মনে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। তারা ইসলামকে জানার লক্ষ্যে তৎপর হয়েছেন এবং যার বা যাদের ভাগ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হেদায়েত লিখে রেখেছেন, তারা ঈমানের মত মহামূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছেন।

এরকমই একজন হলেন এখনও জীবিত আমার ইংলিশ বন্ধু, সাংবাদিক মাইক হলওয়েল। এখন যিনি মিকাইল নাম ধারণ করে একজন গর্বিত মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করে চলেছেন।

প্রায় ষাটের কাছাকাছি মাইক হলওয়েল পেশায় সাংবাদিক, কলামিস্ট, গ্রন্থকার ও লেখক। এই তো কিছুদিন আগে মুসলমান হয়েছেন। মুসলমান হতে পেরে তিনি খুব খুশি, তবে বুড়ো বয়সে এসে মুসলমান হতে হলো দেখে তার আফসোসের সীমা-পরিসীমা নেই। আফসোস; 'আগে কেন দাওয়াত পেলাম না' বলে!

মাইকের বড় ছেলেটা ব্রিটিশ আর্মির একজন সৈন্য হিসেবে প্রথমে ইরাকে কয় বছর থেকে আসে, এর পরে আবার তার ডাক পড়ে। এবারে আফগানিস্তানে। এই ছেলেটাই ইরাক আর আফগানিস্তানে থাকাবস্থায় মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে।

সাংবাদিক বাবার সন্তান; বাবার মতোই অনুসন্ধিৎসু মন তার। চোখের সামনে হত্যা, জুলুম, নির্যাতন, বর্বরতার সাক্ষী হয়ে ওঠে সে। তার নিজের মনের ভেতরেই বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। ভিন্নভাবে ভাবতে শুরু করে তার সরকার, তার দেশের নীতি অবস্থান।

ক্রমে সে ভাবনায় জড়িয়ে নেয় নিজের, নিজেদের আদর্শিক দিকটিও। যুবক ছেলেটা গভীরভাবে ভেবে দেখে। খুব কাছ থেকে দেখে চলে মুসলমানদের জীবনচিত্র! নীরবে তাকে আলোড়িত করে যেতে থাকে।

মাথার উপরে অ্যাপাচি হেলিকপ্টার আর ট্রেঞ্চ থেকে ক্রমাগত চলে আসা মেশিনগানের আওয়াজ ছাপিয়ে তার মনে বাজতে থাকে নিরীহ মজলুম আফগান কৃষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া আজানের সুর। ঝড় তোলে। ঝড় তোলে মনের গোপন অলিন্দে। যেখানে না বুশ আর না ব্লেয়ার; কারো কোন প্রভাব খাটে।

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেই ছেলেটা তার বাবা; আমার বন্ধু, মাইকের সাথে বসে। দিনের পর দিন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ছেলেটা আসলে বাবার কাছে ইরাকি ও আফগানি জনগণের ওপরে পরিচালিত জুলুমের

www.pathagar.com

বর্ণনাই দিয়ে চলে। বলে চলে তার নিজের উপলব্ধির কথা।

মাইক ছেলের কথার ফাঁকে ফাঁকে ভিন্ন কিছু খুঁজে পান। ছেলের চোখে ভিন্নতা দেখতে পান। যেন ভিন্ন কোনো আলো! বাবার চোখ বলে কথা কি না!

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পিতা-পুত্রের কথোপকথন চলে। এখানে রাজনীতির কোন কূটিল প্যাঁচ ছিল না, ছিল না কূটনীতির কোন লেশমাত্র। এক আত্মজের কাছে বসে আত্মারই প্রতিধ্বনি শুনেছেন তিনি।

সজল চোখে একদিন ছেলেটা যখন মাইকের কাছে দাঁড়ালো; মাইক বুঝতে পারলেন, এক সুনামির আগমন!

হ্যাঁ, ঠিকই বুঝেছেন তিনি। এক প্রলয়ঙ্করী সুনামি! ছেলে সজল চোখে জানিয়ে দিল যে, সে মুসলমান হতে চায়। বাবা-মা ছোট ভাইটি তার খুব আদরের, সে তাদের ছাড়তে চায় না, তবে সে আল্লাহকে, সত্যকেও না মেনে থাকতে পারবে না। অতএব, বাবা যেন ভুল না বোঝেন।

বাবা ভুল বোঝেননি। বাবা ঠিকই পড়েছিলেন ছেলের মনের কথাটা। বুঝেছিলেন ছেলে তাকে বলার আগেই। ছেলেটা যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে, তখনই বাবা বুঝেছেন, কোথাও কোন একটা পরিবর্তন ঘটেছে। বড় ধরনের একটা পরিবর্তন!

বাবা আপত্তি করেননি। মা-ও নন। তোমার মতো তুমি থাকো। একই বাড়িতে, একই ছাদের নিচে অবস্থান। বাবা-মা চেয়ে চেয়ে দেখেন বরফ ঝড় বয়ে যাওয়া কন কনে ভোরে ছেলেটা উঠে নামাজে বসে আছে। চোখ বুজে গভীর প্রত্যয়ে আল্লাহর কাছে ধরনা! হৃদয়ের আকুতি তুলে ধরার কি সম্মোহনী প্রচেষ্টা! পরিবর্তিত এক স্বচ্ছ জীবনের কী নিদারুণ প্রস্রবণ!!

একই হেঁসেলে যুবক ছেলেটার হালাল রান্নার কি ব্যগ্র আয়োজন! ঘড়ির কাঁটা মেপে চলা শৃঙ্খলিত জীবনে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা আর শান্তির কি অপরূপ সংমিশ্রণ!

নিজ ঘরের ভেতর থেকে, নিজের আত্মজের আচারে আচরণে, মন-মননে, বোধে বিশ্বাসে মাইক যে নতুন জীবনের অপরূপ প্রতিচ্ছবি দেখেছেন, সেটাই তাকে টেনেছে। টেনেছে মাইকের স্ত্রী মার্গারেটকেও। এর পরে এক রমজানে বুড়ো বয়সে এসেই ঘোষণা দিয়েছেন; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মাইক হলেন মিকাইল, স্ত্রী মার্গারেট হলেন মরিয়ম। জীবন বদলে গেল। বদলে গেল চিরদিনের জন্যই।

www.pathagar.com

মিকাইল একদিন ইফতারির পরে স্ত্রী মরিয়মকে সাথে করে এসেছিলেন আমার বাড়ি। ঘন্টা দুয়েক ছিলেন। তিনজনে বসে এক চমৎকার সন্ধ্যা কেটেছিল সেদিন। আমিও একদিন গিয়েছিলাম উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডের ছোট্ট শহর Jarrow তে মিকাইলের বাড়ি।

এর পরে কতবার মিকাইলের সাথে দেখা হয়েছে। কত দিন দু'জনে বসে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। মিকাইলের কাছে বসে তার মুখে, একজন নওমুসলিম ইংরেজের মুখে কুরআনের কথা শুনেছি। একবার নিউক্যাসল মসজিদে অমুসলিমদের জন্য এক সৌজন্য বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত এক অনুষ্ঠানে মিকাইল এসেছিলেন।

কেবল যে এসেছিলেন তাই নয়, তিনি সাথে করে তাঁর আরও কয়েকজন ইংলিশ বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়-স্বজন, যারা সকলেই খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী, এনেছিলেন। উক্ত বৈঠকে মিকাইলই ছিলেন একমাত্র বক্তা।

এক কোণে বসে বসে মিকাইলের কথাগুলো শুনছিলাম অবাক বিস্ময়ে! মিকাইল, এক ইংরেজ সাংবাদিক, জীবনের প্রায় পঞ্চাশটি বছর খ্রিষ্টধর্মে কাটিয়ে, শেষ বয়সে এসে মাত্র কুড়ি বছর বয়সী নিজ সন্তানের কাছে ইসলাম জেনে পরিবর্তিত হয়েছেন অন্য এক মানুষে!

তার মুখে কুরআনের কথা শুনছিলাম আর ভাবছিলাম, ছোটকাল থেকেই তো কুরআন পড়ি, কিন্তু একজন ইংরেজ, মিকাইল আল কুরআনকে মাত্র কয়েকটি বছর যেভাবে বুঝেছেন, কুরআনের শিক্ষা আর দর্শনকে যেভাবে আত্মস্থ করেছেন, আমি, আমরা কি সেভাবে কুরআনকে বুঝতে পেরেছি?

উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল শহরে সেদিনের সে সন্ধ্যায় মিকাইলের কথা শুনতে শুনতে আমার মন উড়ে চলে গিয়েছিল প্রায় চার হাজার মাইল দূরে, দুই দশক আগে কুয়েতের আইপিসি অফিসের ছোট্ট একটি অফিস রুমে। সেদিনও এমনিভাবে এক অমুসলিম পাদ্রি থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া, আমার এক নওমুসলিম বন্ধু; আব্দুল্লাহ স্পিরিটোর কথা।

সম্ভবত ১৯৯৯ সালের শেষ দিক। রমজান মাস, শীতকাল। মধ্যপ্রাচ্যে এই সময়টাতে শীতের প্রকোপ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় যখন শীতের পাশাপাশি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও শুরু হয়। একদিন ইফতারি ও নামাজ সেরে স্নেহাস্পদ আমির হুসেইন মজুমদারের পীড়াপীড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম কুয়েত শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত 'মোল্লাহ সালেহ মসজিদের' বেসমেন্ট ফ্লোরে, ইসলাম প্রেজেন্টেশন কমিটির অফিসে।

www.pathagar.com

আমির হুসেইন আমার কাছ থেকেই কবে শুনেছিলেন ফিলিপিনো পাদ্রি মিঃ ডোনাল্ড ইসপিরিটোর মুসলমান হওয়ার কথা। ভদ্রলোকের সাথে আমার কখন যে একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে, নিজেই তা টের পাইনি।

মানুষকে দ্রুত আপন করে নেয়ার এক অসম্ভব ক্ষমতা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল তার চরিত্রে। সদা হাস্যোজ্জ্বল, প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়স, সুঠাম দেহ, ফর্সা চেহারার মাঝখানে কপালে সেজদার ঘর্ষণে সৃষ্ট দাগ, সহজেই নজর কাড়ে। থুতনির নিচে মুখে সামান্য কয়েকটা দাঁড়ি, হয়ত গোনাও যাবে। মুক্তোর মত সাদা ধবধবে দাঁত এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো তিনি কথা বলেন খুব রসিয়ে!

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন সময়ে ও সুযোগে তার কাছে যেতাম, অবশ্য টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে।

তিনি সময় দিতেন বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে, তার সাথে ইসলাম ও ক্রিশ্চিয়ানিটি নিয়ে আলোচনা হতো। ইসলাম সম্বন্ধে তার গভীর পান্ডিত্য আমাকে মুগ্ধ করত।

তার কাছে নিয়মিত যাওয়ার আমার আরও একটি কারণ ছিল। আমার এক সহকর্মী অ্যালভিন রামোসের নিকট বিগত প্রায় চার বছর ধরে ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপন করে যাচ্ছিলাম। সে ছিল এক নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টান ও বাইবেলের নিয়মিত পাঠক।

তার সাথে আলোচনায় কখনো কখনো প্রয়োজন পড়ত বাইবেলের কোনো কোনো বক্তব্য বা পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা, আর এই ব্যাখ্যাটিই আমাকে দিতেন এককালের অভিজ্ঞ পাদ্রি ডোনাল্ড ইসপিরিটো (আর একালের একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান আলেম এবং ইসলাম প্রচারক)। সে জন্য আমাকে তার কাছে যেতেই হতো।

সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমির হোসেনকে সাথে করে গিয়ে তার অফিসে হাজির হলাম, তিনি তখন তার অফিসে বসে বিশাল এক এনসাইক্লোপেডিয়া খুলে নোট নিতে ব্যস্ত। হয়ত পরবর্তী কোনো লেকচারের জন্য। আইপিসির উদ্যোগে কুয়েতে অবস্থানরত মার্কিন ও ফরাসি সৈন্যদের জন্য আয়োজিত ইসলাম বনাম খ্রিশ্চিয়ানিটি বিষয়ে সাপ্তাহিক আলোচনায় তিনি একজন নিয়মিত বক্তা।

www.pathagar.com

কয়েকটি আলোচনায় উপস্থিত হয়ে দেখেছি, তার অকাট্য যুক্তিনির্ভর আলোচনা শ্রোতাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় করে রাখে!

পায়ের শব্দে তিনি চোখ তুলে তাকালেন। এরপরেই তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন,

– কোথায় থাক তুমি। কোন খবর নেই। এদিকে আসোও না, ফোনও কর না ব্যাপার কী?

একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, হাত বাড়িয়ে মোসাহাফা করলেন। বললাম;

– গত সপ্তাহে না এসেছিলাম, অনেক দিন বলছ কেন?

– হ্যাঁ, তাতো এসেছিলে। তোমার জন্য সেই ফাইলটা রেডি করে রেখেছি অথচ তোমার কোন খবর নেই!

বলেই তিনি চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লেন আর টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি ফাইল বের করে আমার হাতে তা তুলে দিলেন।

গত সপ্তাহে এসে আমি তার কাছে থেকে খ্রিষ্ট বিশ্বাস ট্রিনিটির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু তথ্যভিত্তিক দলিল চেয়েছিলাম, ফাইলটিতে তিনি তারই কিছু রেফারেন্স বিভিন্ন বই বা ম্যাগাজিন থেকে ফটোকপি করে আমার জন্য রেখেছেন। ফাইলটি হাতে নিতে নিতেই আমির ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম, আর বললাম;

– আজ আর অন্য কোন কথা নয়, একজন পাদ্রির মুসলমান হওয়ার কাহিনীটা শোনাও দেখি, বলেই আমি ও আমির ভাই দু' জনেই দু'টি চেয়ার টেনে এঁটে সেঁটে বসলাম। তিনি মুচকি হাসলেন, কিছুক্ষণ আলাপের পরেই শুরু করলেন।

– আমি ম্যানিলা শহরের এক মধ্যবিত্ত গোঁড়া খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মেছি। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবার। বাবা-মা দু'জনেই নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টান। কলেজজীবন শেষ করে ভার্সিটিতে ভর্তি হবো ভাবছি আর নিজেকে সেই ভাবেই তৈরি করছি কিন্তু বাবা-মা দু'জনেই বাদ সাধলেন। তারা আমাকে খ্রিষ্টের সেবায় উৎসর্গ করতে চান।

www.pathagar.com

বাবা ছিলেন খুব কড়া মেজাজের মানুষ আর আমি সুবোধ সন্তান, ফলে দ্বিরুক্তি না করে তাদের ইচ্ছাই মেনে নিলাম, ম্যানিলার খ্রিশ্চিয়ান অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেখানে দুই বছর ধরে আমাকে বাইবেল শেখানে হলো।

এরপরে আরও ছয় মাস শেখানো হলো কুরআন ও ইসলামের নবী (সা:) এর বিভিন্ন দুর্বল (নাউজুবিল্লাহ) দিক! যেমন, বহু বিবাহ, তালাক, জেহাদ, সাহাবিদের পারস্পরিক যুদ্ধ, নারীদের প্রতি কথিত বৈষম্য, ইত্যাদি–তাও শেষ করলাম।

এরপরে আমাকে পাঠানো হলো ম্যানিলার আমেরিকান চার্চ অ্যাসোসিয়েশনে। সেখানে দাওয়াত উপস্থাপন ও শিকার(!) ধরার কলাকৌশল শিখলাম ছয় মাস।

আমি তখন একজন পুরাদস্তুর পাদ্রি। বিভিন্ন গির্জায় প্রার্থনা করি। ধর্মীয় সভা সমিতিতে খ্রিষ্ট ধর্মের গুণগান গেয়ে বক্তব্য ভাষণ দেই, মাঝে মাঝে সাপ্তাহিক-মাসিক বৈঠকগুলোতে হাজির হই। সেখানে আমেরিকান, জার্মান ও ফিলিপিনো পাদ্রিরা বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের কলাকৌশল নির্ধারণ করে।

এসব দেখে শুনে আমি ও আমার এক স্বদেশী সহযোগী মহা উৎসাহে লেগে পড়লাম। আমরা যেতে চাইলাম মিন্দানাও-এ, কিন্তু সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও খ্রিষ্টানবিরোধী সেন্টিমেন্টের কারণে আমাদেরকে সেখানে যেতে বারণ করা হলো!

ফলে ম্যানিলা ও তার উপকণ্ঠে বসবাসরত দরিদ্র শ্রমজীবী মুসলমানদের মধ্যে কাজ শুরু করলাম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশলে কাজ করেছি, বিভিন্ন স্তরের শিকার ধরেছি দীর্ঘ ষোলটা বছর! কিন্তু একজন মুসলমানকেও ধর্মান্তরিত করতে পারিনি। এতে হতাশ হলেও হাল ছাড়িনি, কিন্তু একবার এক ঘটনায় কেমন যেন সব কিছুই ওলট পালট হয়ে গেল!

একবার আমরা দুই বন্ধু মিলে এক শিকার ধরলাম। অল্প শিক্ষিত যুবক বয়সের এক মুসলমান। গরিব শ্রমজীবী মানুষ। ম্যানিলার বিভিন্ন বস্তিতে সে গৃহস্থালি জিনিসপত্র ফেরি করে বেড়ায়, বস্তিতেই থাকে। ভোলাভালা এই যুবকটিকে টার্গেট করে ধীরে ধীরে তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুললাম।

www.pathagar.com

আমরা দুই বন্ধু মিলে তাকে খ্রিষ্টের মজার মজার গল্প শোনাতাম। সত্য-মিথ্যা যাই হোক, বিভিন্ন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান, যারা আগে মুসলমান ছিল, তাদের বর্তমান উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনের কাহিনী শোনাতাম। সে মন দিয়ে শুনত, তবে কখনও কোনো মন্তব্য করত না। এভাবে আমরা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এগোতে থাকলাম।

কিছুদিন না যেতেই আমরা তার ভেতরে এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম! আগে সে নামাজ পড়ত না, পড়লেও আমরা তা দেখিনি, এমনকি, আমাদের সাথে সম্পর্ক হওয়ার পরও তাকে নামাজ পড়তে দেখিনি। কিন্তু যখন থেকে আমরা তাকে খ্রিষ্টের প্রশংসা ও ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের সুখী জীবনের কথা শোনাতে লাগলাম তখনই ঘটল বিপত্তি (!)। সে নামাজ পড়া শুরু করল!

আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও হতাশ হলেও আমাদের আচরণে তার কোন প্রকাশ ঘটল না বরং আমরা আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করলাম। আমাদের বড় সমস্যা ছিল এই যে, আমাদের এই শিকার কথা বলে কম। সে চুপচাপ আমাদের কথা শুনত, মাঝে মাঝে মুচকি হাসতো, কিন্তু কোনো মন্তব্য বা প্রশ্ন করত না। অথচ আমরা চাইতাম সে প্রশ্ন করুক, মন্তব্য করুক, তর্ক করুক। কিন্তু সে এপথে পা বাড়াত না।

একবার আমরা দুই বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম, যেহেতু সে পড়তে জানে, তাই তাকে চার্চ কর্তৃক রচিত সহজ ভাষার বিশেষ বিশেষ পুস্তিকা সরবরাহ করব। করলামও তাই। একদিন দুই বন্ধু মিলে তার হাতে ইসলামি পরিভাষায় রচিত হযরত ঈসা (আঃ) এর ইঞ্জিল শরিফের একটি চটি খণ্ড তুলে ধরলাম।

সেটি ছিল মূলত বাইবেল থেকে চয়নকৃত হযরত ঈসা (আঃ) এর কিছু বাণীসম্ভার। আমার বন্ধুটিই তা তুলে ধরলেন। যুবকটি নীরবে হাত বাড়িয়ে তা নিলো। চোখ দুটো পুস্তকের প্রতি নিবদ্ধ রেখেই জানতে চাইল;

–এটি কী?

– হযরত ঈসা (আঃ) এর বাণী। বন্ধুটি জবাব দিলেন।

যুবকটি এবারেও চোখ তুলল না। নেড়ে চেড়ে পুস্তিকাটি দেখতেই থাকল

www.pathagar.com

এবং ঐ অবস্থাতেই প্রশ্ন করে বসল;

– এ বাণীগুলো তো কুরআন থেকে নেয়া হয়নি, তাই না?

হতচকিত ও বিব্রত আমরা দু'জনেই, তবুও তা চেপে রাখলাম। বন্ধুটি নরম গলায় বললেন;

– না, এগুলো ইঞ্জিল শরিফ থেকে নেয়া হয়েছে। আর ইঞ্জিল শরিফ এবং কুরআন শরিফ, দুটোতো একই! এক আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে! এবারে যুবকটি চোখ তুলে চাইল এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল,

– কক্ষনো না, এক উৎস হতে এলেও এক নয়। একই যদি হবে তা হলে আল কুরআনের যেখানে কোনো দ্বিতীয় সংস্করণ নেই, সেখানে তোমাদের বাইবেলের দুই শতাধিক সংস্করণ হয় কিভাবে? এক যে নয়, তা আমি যেমন জানি, তোমরাও তেমনি জানো! তোমরা এত পড়েছ, শিক্ষিত হয়েছ, অথচ সামান্য একটা সত্যকে স্বীকার করার মতো সাহসও নেই?

সরোষে কথাগুলো বলে সেই পুস্তিকাখানা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়েই সে উঠে হাঁটা ধরল।

বন্ধুটি হা করে তার দিকে চেয়ে থাকলেন, কোন কথা নেই! আমরা দু'জন চোখ মেলে তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম। আর অবাক বিস্ময়ে ভাবলাম, ভোলাভালা অশিক্ষিত ভেবে যাকে টার্গেট করেছিলাম আমরা আসলে সে ভোলাভালা নয়, সে অনেকে জ্ঞানী। তার সার্টিফিকেট নেই, এই যা!

এ ঘটনার কয়দিন পর থেকে লক্ষ্য করলাম, আমার সেই পাদ্রি বন্ধুটি কেমন যেন বদলে যেতে থাকলেন। কেমন যেন নিস্পৃহ নিস্পৃহ ভাব। একা একা থাকেন। পাদ্রিদের সাপ্তাহিক মাসিক বৈঠকে আসেন না, এলেও অনিয়মিত! জিজ্ঞেস করলে সাংসারিক বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে চলেন!

ফিলিপিনস্ এ রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে কিছু কিছু মৌলিক মতবিরোধ সত্ত্বেও আমরা একত্রে মাসিক বৈঠকগুলো করে থাকি।

www.pathagar.com

বৈঠকগুলো হয়ে থাকে মূলত মুসলমানদের মধ্যে খ্রিষ্টের বাণী প্রচারের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও কলাকৌশল নির্ধারণের জন্য। এর ব্যয় নির্বাহ করে কয়েকটি পশ্চিমা দেশের চার্চ সংস্থাসহ আমেরিকান চার্চ অ্যাসোসিয়েশন। আমার ঐ বন্ধু এবং আমি দু'জনেই প্রোটেস্ট্যান্ট মতাদর্শের।

সম্ভবত সম্পর্ক গড়ে ওঠার পেছনে এটাও একটা কারণ, তাই তার নিস্পৃহতার জন্য আমিই বেশি উদগ্রীব হয়ে পড়লাম এবং তাকে বৈঠকে আগের মত ফিরিয়ে আনতে তৎপর হলাম। কিন্তু প্রতিবারেই তিনি বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বিরত থাকলেন।

এভাবে তিন মাসেরও বেশি সময় কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যার পরে তিনি নিজেই এলেন আমার বাড়িতে। কেমন যেন শুকিয়ে গেছেন, স্বাস্থ্য ও মেজাজ কোনোটাই তার আগের মত নয়। অনেকক্ষণ বসলেন, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হলো, তিনি ঘুণাক্ষরেও আমাদের মিশনারি কার্যক্রম নিয়ে একটা কথাও তুললেন না।

আমার মনে হচ্ছিল তিনি যেন আরও কিছু বলতে চান। আসলেও তাই। তিনি এক পর্যায়ে আসল কথাটাই বললেন;

– আমি আগামীকাল চলে যাচ্ছি তার একথার কোন অর্থ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম;

– চলে যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ? কেন যাচ্ছ? বললেন;

– কুয়েতে যাচ্ছি, চাকরি নিয়ে।

অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি নিজ থেকেই আবার মুখ খুললেন;

– ছেলেমেয়ে নিয়ে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি তাতো জানোই। আর এভাবে চলতে পারি না। তাই নিরুপায় হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিলাম। কয়দিন বাইরে থেকে আসি, যদি কিছু পয়সার মুখ দেখতে পাই।

এ যুক্তির পরে আর কোন কথা চলে না। বন্ধুর আসন্ন বিদায়ে আমি ব্যথিতই হলাম। আরও কিছুক্ষণ বসার পরে তিনি বিদায় নিলেন।

www.pathagar.com

এ ঘটনার পরে ছয় মাসও পার হয়নি, হঠাৎ এক আজব খবর পেলাম, আমার প্রিয় বন্ধুটি কুয়েতে গিয়ে মুসলমান হয়েছেন। দেশে তার স্ত্রী-পুত্রও মুসলমান হয়েছে! একই এলাকায় সামান্য ব্যবধানে বাড়ি। সেদিনই যাচাই করলাম খবরটি। একশত ভাগ সত্য! গুজব নয়!

এ ঘটনায় আমি বড় রকমের একটা ধাক্কা খেলাম। এতই বিচলিত হয়ে পড়লাম যে, আমার দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হতে থাকল। সহযোগী সহকর্মী রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিদের নিকট নিজেকে ছোট মনে হতে লাগল।

মাসিক বৈঠকে পাদ্রিরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতে থাকল, আমরা পাদ্রিরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করছি না বলে। আমি বৈঠকে নতুন করে কর্মপদ্ধতি গ্রহণের ওপর জোর দিলাম। যদিও বাস্তবে সেই একইভাবে কাজ চলতে থাকল। তেমন কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। কয়েক সপ্তাহ চলে গেল, আমি অন্তর্জ্বালায় জ্বলতে থাকলাম!

গৌড়া অর্থোডক্স কয়েকজন পাদ্রির সাথে আমার মোটামুটি পরিচয় ছিল। এরা ফিলিপিনো, হাতেগোনা কয়েকজন কিন্তু খুবই কট্টর। তাদেরই একজনের কাছে আমি আমার ক্ষোভ প্রকাশ করলাম। সে ভদ্রলোক আমাকে এক বিস্ময়কর প্রস্তাব দিয়ে বসল, যার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।

তা হলো, তারা যাবতীয় ব্যবস্থা করলে আমি কুয়েতে যেতে প্রস্তুত আছি কি না? তারা সেখানে আমার জন্য মোটামুটি ভালো বেতনের চাকরি ঠিক করবে। তবে আমার আসল কাজ হবে কুয়েতে অবস্থানরত ফিলিপিনো খ্রিষ্টানদের একটি বড় অংশ মুসলমান হয়ে যায়, তাদের ধর্মান্তর রোধ করতে আমি কাজ করব।

প্রস্তাবটি মন্দ নয়! তবে আমার আকর্ষণ বেড়ে গেল যখন সে আমাকে এ কথাটিও বলল যে; তুমি চাইলে সেখানে তোমার সেই বন্ধুর সাথে দেখা করতে পার, চেষ্টা করতে পার তাকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার!

আমি যেন এমনই একটা কিছু চাইছিলাম, কিন্তু আমার মাথায় এ চিন্তাটা আসেনি! উৎসাহ চেপে রেখে বললাম,

www.pathagar.com

– আমাকে এখন কি করতে হবে? সে বলল,

– তেমন কিছুই না, তুমি পাসপোর্ট রেডি করে দাও, তারপর যা করার আমরা করব। সেখানে তোমার মতো আমাদের আরও লোক আছে। তারা সব ঠিকঠাক করে আমাদের জানাবে, তুমি যাত্রার প্রস্তুতি নিতে থাক।

হলোও তাই। মাত্র দেড় মাসের মাথায় কুয়েত থেকে আমার ভিসা টিকিট গিয়ে পৌঁছল। আমি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রবাসী হলাম! আসার সময়ে তারা আমাকে কুয়েতে আমার সেই বন্ধুর কর্মস্থলের নাম ঠিকানা দিয়ে দিল। আরও দু-এক জনের নাম ঠিকানা দিয়ে বলল, প্রয়োজনে এদের সাথে যোগাযোগ করবে।

তাদের নেটওয়ার্ক ও কর্মদক্ষতা দেখে মনে মনে বেশ খুশি হলাম! কুয়েতে এসে কাজে জয়েন করলাম কুয়েত অয়েল কোম্পানিতে। আকর্ষণীয় বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। স্থানীয় রেসিডেন্ট পারমিট, ফিংগার প্রিন্ট স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি শেষ করতে দুই সপ্তাহ লেগে গেল।

এর পরে কাজে মন দিলাম পূর্ণোদ্যমে। কোম্পানির ডরমিটরিতে রুম দিল। অত্যন্ত আধুনিক ও উন্নত সুবিধা সংবলিত ডরমিটরি। রুমমেট হিসেবে পেলাম ব্যাচেলর, শিক্ষিত ও অত্যন্ত মিশুক এক মিসরীয় যুবককে, যে টারবাইন ও হেভি ইক্যুইপমেন্ট অপারেটর, এক নিষ্ঠাবান মুসলমান। মনে কিছু খুঁত খুঁত ভাব ছিল বটে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিলাম না।

প্রথম পরিচয়ে অফিসে দাঁড়িয়ে আমার সেই রুমমেট, মিসরীয় যুবকটিই বলে উঠল,

– তোমাকে স্বাগতম! আমি খালেদ ইবরাহিম, মিসরীয় এবং মুসলমান। তোমাকে জানিয়ে দিলাম। যদি চাও কর্তৃপক্ষকে বলে তোমার রুম বদলে নিতে পার। তবে তোমাকে রুমমেট হিসেবে পেতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

অত্যন্ত সরল ও অকপট উক্তি। মনের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে বললাম,

– আমি কিন্তু গোঁড়া খ্রিষ্টান! বলে হাসলাম।

যুবকটি বলল,

www.pathagar.com

– তুমি ধার্মিক, আর ধার্মিক মানুষেরাই ভালো মানুষ।
তার এ কথাটি শুনতে খুবই ভালো লাগল।
ছেলেটার চেহারা, শারীরিক গঠন চমৎকার। সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ, মুখ ভর্তি ছোট ছোট কালো কুচকুচে দাড়ি। সব মিলিয়ে চমৎকার, সুদর্শন ও মায়াবী চেহারা। আমার ধর্মীয় পরিচয় তুলে রুম বদলে নেয়ার কথা বলতে লজ্জাই পেলাম। অতএব বিষয়টির ওখানেই সমাপ্তি ঘটল।

বাস্তবে তাকে নিয়ে এক রুমে থাকতে সত্যি বলতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। সে খুব নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করে। অফিস সেরে এসে যে অবসর সময়টুকু পায় বেশির ভাগ সময়ই সে কুরআন পড়ে, আর না হয়, অন্য কোন আরবি বই (হয়ত ধর্মীয় বই) পড়ে।

একদিন তাকেই আমার সেই ধর্মত্যাগী বন্ধুর অফিসের ঠিকানা দেখিয়ে বললাম,

–তোমার কি এদিকে যাওয়া হবে? আমি তো চিনি না, তুমি যখন যাবে আমাকে যদি স্থানটা একটু দেখিয়ে দাও...

ঠিকানাটা দেখে নিয়ে সে বলল;

– কালই বিকেলে আমার একবার ওদিকে যাওয়া পড়বে, তুমি চাইলে নিয়ে যেতে পারি। আমি সানন্দে রাজি হলাম।

পরদিন প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে কুয়েত সিটিতে সে আমাকে নিয়ে গেল তারই গাড়িতে। দশ তলা একভবনের সামনে থেমে বলল,

– এই হলো সেই বিল্ডিং, এরই ছয় তলায় তোমার কাঙ্ক্ষিত অফিসটি।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লাম। সোজা ষষ্ঠ তলায় গিয়ে অফিসটি খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধাই হলো না। আরবির সাথে সাথে ইংরেজিতেও ইন্ডেন্টিং ফার্মটির নাম লেখা আছে বড় করে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই ইনফরমেশন কাউন্টার। সম্ভবত লেবাননি হবে, এক সুন্দরী মহিলা বসে আছেন। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম;

– আমি কি মি. আবু বকর অ্যান্টানিওর সাথে দেখা করতে পারি?

ভদ্রমহিলা কোন রকম প্রশ্ন না করেই সোজা ডান পাশের করিডোরের দিকে দেখিয়ে বললেন,

সোজা চলে যাও, তোমার ডান পাশের প্রথম দু'টি রুম বাদে তৃতীয় রুমেই পাবে।

www.pathagar.com

তাই করলাম। রুমের সামনে দাঁড়ালাম একটুখানি। বহুদিন পর আমি এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাক্ষাৎ পেতে চলেছি। দরজা বন্ধ ছিল। টোকা দিতেই ভেতর থেকে পুরুষ কণ্ঠে জবাব এলো;

– আদখিল।

তখনও আরবি ভাষা শিখিনি, তাই বুঝতে পারলাম না কি করব, কিন্তু আগ-পিছ না ভেবে ঢুকেই পড়লাম দরজা ঠেলে।

তিনিও তাকিয়েই ছিলেন। আমাকে দেখে বিস্ময়ে মুখ হা হয়ে আছে। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র, তার পরেই তিনি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন,

– আরে ডোনাল্ড! তুমি এখানে কিভাবে এলে? আমার অফিস চিনলে কিভাবে?

একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন। টেবিল ঘুরে এসে সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

আমি তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। একটু মুটিয়ে গেছে, থুতনির নিচে সামান্য কয়েকটি দাড়ি, মাথায় গোল একটি টুপি, আমাকে চেয়ারে বসিয়ে সে আমার পাশেই একটি চেয়ারে বসে পড়ল।

তখনও আমার একটি হাত ধরে আছে সে, তার বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতেই চাচ্ছে না, কিন্তু আমি নিস্পৃহ। অন্তত বাইরের দিকে! খুব স্বাভাবিক ও অনুচ্চ কণ্ঠে বললাম;

–মাসখানেক হলো এসেছি কেওসি (কুয়েত অয়েল কোম্পানি) তে, আহমদিতে থাকি, চাকরি নিয়েই এসেছি এখানে, তবে এ চাকরি পেতে আমাকে গাদ্দারি করতে হয়নি!

স্পষ্ট একটা খোঁচা। আমার এ ধরনের রুঢ় আচরণে সে একটু ধাক্কা খেল, তবে কিছু বলল না। মৃদু হাসল শুধু। আমি আবার মুখ খুললাম,

তোমার সাথে রসালাপ করতে আসিনি। তোমার বিশ্বাসঘাতকতার খবর শুনেছি আগেই, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল, আজ নিজ চোখে দেখে গেলাম। আমার আর কোন সন্দেহ রইল না।

সে হাসল একটু। তারপর আমার দিকে চেয়েই বলল;

– বিশ্বাসঘাতকতা করে যাচ্ছিলাম সারা জীবন, সে ভুলটুকু শুধরে নিয়েছি। আমি আল্লাহ ও ঈসা মসিহ (আ:) এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে

www.pathagar.com

যাচ্ছিলাম, সেটি শুধরে নিয়েছি।

তার কথা শুনে আমার সারা শরীরে আগুন ধরে গেল। উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে। আমাকে উঠতে দেখে সে তটস্থ হয়ে দাঁড়াল। বলল,

– ছাড়ো এসব কথা, বল কি খাবে ঠান্ডা, না গরম?

– কিছু খাবার মত মানসিকতা আমার নেই।

বলে পা বাড়ালাম দরজার দিকে। দরজার হাতল ধরেছি এমন সময় পেছন থেকে ডাকল। চেয়ে দেখি তার হাতে একটি বই, সম্ভবত কুরআনের ইংরেজি তরজমা। বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

– এটা নিয়ে যাও, পড়ে দেখো, যে মিশন নিয়ে এসেছো, তাতে কাজে লাগবে!

মুচকি হাসছে সে, কিন্তু আমার অন্তরটা চমকে উঠল। তবে কি সে সব জেনে গেছে?

পরক্ষণেই ভাবলাম; সে নিজেও একসময় পাদ্রি ছিল, মিশনারি কাজে জড়িত ছিল, নিশ্চয়ই কিছু একটা অনুমান করেছে। তবুও আমি ধরা দিলাম না, বইটা না নিয়ে শুধু কটমট করে একবার তাকিয়েই বেরিয়ে এলাম।

আমি ফিরে এলাম, কিন্তু এক ধরনের অস্বস্তিতে আমার দিন কাটতে লাগল। ডিউটি করি আর ঘরে এসে চুপচাপ বসে বসে কাটাই। আমার রুমমেট খালিদ ইবরাহিম মাঝে মাঝে তার গাড়িতে করে এদিক ওদিক নিয়ে যেতে চায়, তবে বেশির ভাগ সময়ই তা এড়িয়ে যাই।

আসলে আমি নিরিবিলি হয়ে পুরো বিষয়টিকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে চাই। এরই মধ্যে রমজান মাস এসে গেল। অবাক হয়ে দেখলাম আমার রুমমেট খালিদ ইবরাহিম কেমন যেন বদলে গেল। এমনিতেই সে অন্য ধরনের। ২৫-২৬ বছরের একজন যুবক যেমন চটপটে হয়, যেমন হই হাঙ্গামা আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকে, সে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

রমজান মাসে তাকে দেখলাম অন্যরূপে, অন্য অবয়বে। প্রচণ্ড পরিশ্রমী এক যুবক। সারাদিন রোজা রাখে, সন্ধ্যার পর খেয়ে নেয়। নামাজ শেষে রুমে এসেই ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নেয়। আবার উঠে পড়ে মাঝ রাতে। আমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে ভেবে নীরবে বেরিয়ে যায় বারান্দায়, সেখানে আঁধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে। শেষ রাতে খাবার শেষে কুরআন পড়ে, এর

www.pathagar.com

পরে অফিসে যায়। বৃহস্পতি-শুক্রবার দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটিতে ঐ একইভাবে বসে বসে কুরআন পড়ে। এত কম সময় বিশ্রাম নিয়েও তার ক্লান্তি দেখি না, উৎসাহে ভাটা দেখি না! মনে মনে অবাকই হই!

একদিন সুযোগ বুঝে প্রশ্ন করে বসলাম, তখন সে কোথাও ইফতার পার্টিতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আমি আমার বিছানার উপরে বসে, কেবল দুপুরের ঘুম শেষ করে উঠেছি, জিজ্ঞাসা করলাম,

– খালেদ তোমাদের এই যে রমজান মাস, এর কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে কি? কিছু মনে করো না, তোমাকে এ মাসে খুবই পরিশ্রমী দেখছি, তুমি যথাযথ বিশ্রামও নিচ্ছো বলে মনে হয় না....

আমার প্রশ্নটা শুনে ছেলেটা বলল,

– এর জবাব তো অনেক বড়, তবে সংক্ষেপে এটুকু শোন, এ মাস হলো মুসলমানদের বার্ষিক মহড়ার মাস। লোভ লালসা, ভোগ বিলাসের কাছে আত্মসমর্পণ না করে কষ্টসহিষ্ণু হওয়ার মাস, নিজের অন্তরকে নিজের আয়ত্তে রাখার আর প্রতিটি মুহূর্ত 'আমি এক উন্নত ও ক্ষমতাধর শক্তির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রয়েছি, যিনি ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদির সীমারেখা নির্দেশ করেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করছেন কখন কোথায় আমি সে সীমারেখাকে মেনে চলছি বা আদৌ চলছি কি না–এ অনুভূতিকে জাগ্রত করার মহড়া হচ্ছে এ মাসটিতে।

কেউ যদি এ মহড়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়, এর শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে পারে, তবে নিশ্চিত জানবে যে, সে লোক দ্বারা সমাজে কখনো কারো অনিষ্ট হতে পারে না।

আর আমার বিশ্রামের কথা বলছ? এ মাসটা হলো বেশুমার প্রাপ্তির মাস, যে যত পারে কামিয়ে নেয়ার মাস। বিশ্রাম তো পরেও নিতে পারব, বলে থামল। আবার বলল,

– আমি দুঃখিত, আমার হাতে আর সময় নেই। অনেক দূরে যেতে হবে। তুমি চাইলে অন্য কোনদিন তোমাকে আরও বলার চেষ্টা করব।

তার চমৎকার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাটি এরপর বার বার ভেবেছি, একটা নতুন শিক্ষা, কিন্তু চমৎকার তা মানতেই হবে। একটা সুখী বিশ্ব গড়তে দারুণ কার্যকর একটি দর্শন!

ঈদের সময় প্রায় পাঁচ দিন একনাগাড়ে ছুটি পাওয়া গেল। এ পাঁচদিন আমি খালেদের কাছে অনেক শিখলাম, অনেক জানলাম। মনের মধ্যে একটা

www.pathagar.com

অদম্য স্পৃহা তৈরি হয়ে গেল আরও জানার। একদিন সে আমার হাতে কুরআনের একটা ইংরেজি অনুবাদ ধরিয়ে দিয়ে বলল,

– খুব মনোযোগ ও ধৈর্যের সাথে পড়ে দেখো। আশা করি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

আমার মনে পড়ে গেল, বন্ধু আবু বকর অ্যান্টানিওর কথা, সেও এরকম একটা গ্রন্থই দিতে চেয়েছিল। আমি হাত বাড়িয়ে নিলাম খালেদের কাছ হতে। ক্ষণমাত্র দেরি না করে গোছলখানায় ঢুকলাম। আমার মন ভেতর থেকেই যেন তাড়া দিচ্ছিল;

'পবিত্র হয়ে আস, এরপরে শুরু কর!' সেই রাত, সারাটা রাত পড়েছি। সারাটা রাত কুরআন আমাকে ক্লান্তি ভুলিয়ে দিয়েছে, নিদ্রা ভুলিয়ে দিয়েছে। রাত শেষে আমার এ উপলব্ধি হলো, সত্যিই কি আমি কুরআন পড়েই এ রাতটি বিনিদ্র কাটালাম!

এর পরে ষোল দিনের মাথায় পাগলের মত খালেদকে ধরলাম;

– আমি মুসলমান হবো।

সে আমাকে বার বার ভেবে দেখতে বলল।

বললাম,

– আমি বার বার ভেবেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এরপরে আমার তাগাদায় সে নিয়ে এলো আমাকে এখানে এই আইপিসিতে। আলহামদুলিল্লাহ! এখানেই আমি কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি। নামাজ, কুরআন ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে এখানে কোর্সে অংশ নিয়েছি।

এর প্রায় দুই বছর পরে আইপিসি চেয়ারম্যানের আহ্বানে আগের বেশি বেতনের চাকরি ছেড়ে এসে এই কাজে জয়েন করেছি। এটি আমার শুধু চাকরিই নয়, এটি আমার ইবাদত। আমি দায়ী ইলাল্লাহ, ইসলাম প্রচারক!

জানতে চাইলাম,

–তোমার প্রচারকাজ কেমন চলছে? কেমন ফল পাচ্ছো?

– আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্ত্রী আয়েশা, মেয়ে নুরা, ছেলে হাসান তারা মুসলমান হয়েছে। এ ছাড়াও এ পর্যন্ত বিয়াল্লিশ জন ফিলিপিনো খ্রিষ্টান আমার দাওয়াত কবুল করেছে।

www.pathagar.com

দীর্ঘ চমকপ্রদ এ কাহিনী শোনার পরে আমরা উঠলাম। তিনি জানতে চাইলেন দেশে গিয়েছিলাম কি না। বললাম,

– কোরবানির ঈদে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, ইনশাআল্লাহ।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসতে উদ্যত হতেই তিনি আমার হাতটি ধরে মৃদু ঝাঁকালেন।

বললাম,

– ছুটি হতে এসে আবার আসব, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি হাত না ছেড়েই বললেন,

– হোপ টু মিট ইউ অ্যাগেন। উই উইল মিট অ্যাগেন ইন জান্নাত! (আশা করি তোমার সাথে আবার দেখা হবে। আমরা জান্নাতে মিলিত হবো) হেসে বললাম,

– ইনশাআল্লাহ।

দেশে ছুটি কাটিয়ে ফিরে এলাম আবার। তার পরেও আট দশ দিন পেরিয়ে গেল। একদিন সন্ধ্যার পর কুয়েত শহরে চললাম। আমার এক অতি আপনজন, বন্ধুবর আবদুল হামিদ ভাইও আছেন সাথে। টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে আইপিসিতে গিয়ে উঠলাম।

ঢুকতেই শ্রীলঙ্কান নওমুসলিম এ সি শাহজাহানের সাথে দেখা। কুশল বিনিময় হলো। দুই মিনিট তার সাথে কথা বললাম দাঁড়িয়ে। তার পর বললাম,

– তুমি তোমার টেবিলে বস, আমি আব্দুল্লাহর সাথে দেখা করে আসি, যাওয়ার সময় তোমার সাথে দেখা করে যাবো।

বলেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হলাম। শাহজাহান আমার হাত ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে আরও টেনে ধরলেন। বললেন,

– তুমি জানো না? বললাম;

www.pathagar.com

– কি জানি না? কি হয়েছে? শ্রীলঙ্কান বন্ধুটি মুখ মলিন করে বললেন,

– আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন। গত মাসে, হঠাৎ করেই এক দিন...

কোনমতে দু' কদম এগিয়ে গিয়ে সোফার উপরে বসে পড়লাম ধপাস করে। শাহজাহান বলে চলেছেন,

টেবিলে বসেই তিনি একটা নোট তৈরি করছিলেন, হঠাৎ করেই অসুস্থ বোধ করেন, মুহূর্তের মধ্যেই তিনি তার নিজ চেয়ারে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সাথে সাথে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হলো কিন্তু তার আগেই তিনি তার রবের কাছে পৌঁছে গেছেন!

এতক্ষণে আমি পড়লাম,

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমার চোখ ভিজে এলো এক আপনজনকে হারানোর বেদনায়। তিনি আমার আত্মার আত্মীয় ছিলেন, তিনি ছিলেন আমার পরামর্শদাতা, আমার শিক্ষকতুল্য একজন। তিনি তো আমার আপনজন হবেনই।

এখনও কানে বেজে চলে আমার সাথে তার সেই শেষ কথাটি; We will meet again in Jannat! আমাদের দেখা হবে আবারও, জান্নাতে!

সুধী পাঠক, আপনি গোপনে-একাকী, নীরবে-নিভৃতে বসে বসে আমার এ লেখা পড়লেন। পড়লেন এলভিন রামোসের কথা, পড়লেন ফরাসি নওমুসলিম মিশেলের কথা, প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর গর্বিত উম্মত হতে পেরে তার আনন্দে উদ্বেলিত হওয়ার কথা, জানলেন ইংল্যান্ডের দাউদ মুসার কথা, যে একদিন কুরআনকে তাচ্ছিল্য ভরে দূরে ঠেলে দিয়েছিল সেই কুরআনই আবার কিভাবে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল সে কথাও!

জানলেন, আমার বন্ধু ইংলিশ সাংবাদিক মাইক হলওয়েল ওরফে মিকাইলের কথা, তাঁর স্ত্রী মরিয়মের কথা, আপনি জানলেন ইংলিশ যুবতী নার্স মরহুমা ক্লেয়ারের কথা, আরও জানলেন এক কালের চৌকস খ্রিষ্টান পাদ্রি, পরবর্তিতে মুসলিম দায়ী ইলাল্লাহ আব্দুল্লাহ স্পিরিটোর কথা!

এসব কাহিনীর প্রতিটিই নিরেট বাস্তব ঘটনা। ওদের মধ্যে অনেকেই; যেমন

www.pathagar.com

ড. জগলুল নাজ্জার, ক্লেয়ার, আব্দুল্লাহ স্পিরিটো, এরা আজ জান্নাতের বাসিন্দা।

আব্দুল্লাহ তার মাংসল নরম দু'টি হাতের মধ্যে আমার ডান হাতটি ধরে রেখে নাড়াতে নাড়াতে বলেছিলেন,

We will meet again in Jannat, আমরা আবার মিলিত হবো জান্নাতে।

আজও তার সেই কথাগুলো আমার কানে বাজে, আজও তার সেই হাসিমাখা মুখটা আমার চোখের সামনে সমুজ্জ্বল!

সুধী পাঠক, আপনিও আল কুরআনকে আঁকড়ে ধরুন, বুঝে পড়ুন। বুঝিয়ে বলতে থাকুন আপনার নিকটজনদের। আল কুরআনের বোদ্ধা, অনুবর্তী ও অনুগামী পাঠকদের, এর পথে আহ্বানকারী আর সেই আহ্বানে সাড়া প্রদানকারীদের মিলনস্থল হলো জান্নাত, যে জান্নাতে দেখা হওয়ার কথা বলেছিলেন বন্ধু মরহুম আব্দুল্লাহ স্পিরিটো।

আমরাও একদিন সেই জান্নাতে মিলিত হবো। আমার অদেখা, অচেনা পাঠকদের সাথে একদিন জান্নাতে দেখা হবে, লেখক ও পাঠকদের জান্নাতি সমাবেশে! আহা, কী অপূর্ব এক সম্মেলনই না হবে সেটা!

আল্লাহপাক এ সাধ, এ স্বপ্ন যেন বাস্তবে রূপায়িত করেন, এ দোয়ার দরখাস্তটাই রইলো আপনাদের সকলের সমীপে!

www.pathagar.com